www.BANGLAKITAB.com

এরূপ লাভই হইবে যেমন, এক ব্যক্তি টাকা ধার লইয়া বাড়ী নির্মাণ করিল। ধার করিয়া বাড়ী করাই ছিল তাহার প্রথম বোকামি। অতঃপর মহাজন যখন টাকার তাগাদা করিল, তখন রাগান্বিত হইয়া বাড়ীটাকে ভূমিসাৎ করিয়া দিল এবং বলিল: "যাও, তোমার টাকায় নির্মিত বাড়ীই আর রাখিলাম না। এরূপ করিয়া কি লাভ হইল? ঋণের টাকা তো সম্পূর্ণই খাড়া রহিল? অধিকন্তু একটি ক্ষতি এই হইল যে, বাড়ীটাও গেল। এই লোকটির অবস্থাকে এক আফিম খোরের ঘটনার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। এক আফিম খোরের নাকের উপর বার বার মাছি আসিয়া বসিতেছিল। সে বার বার তাড়াইয়া দিত আর মাছিও বার বার আসিয়া বসিত। কোন কোন মাছি বড়ই লেচ্চড় হইয়া থাকে। বড়ই বিরক্ত করিতে লাগিল। আফিম খোর মাছির উপর রাগ করিয়া কি করিল? ক্ষুর লইয়া নিজের নাকই কাটিয়া ফেলিল এবং বলিল: যাও, আড্ডাই আর রাখিলাম না। এখন আর কোথায় বসিবে?" কিন্তু মাছি পূর্বের চেয়ে এখন আরও ভাল আড্ডা পাইল। কেননা, রক্ত চুষিবার সুযোগ পাইল, সম্ভবতঃ এখন পূর্বাপেক্ষা অধিক মাছির ফৌজ জমিয়া গেল। কিন্তু লাভ এই হইল যে, মিঞা সাহেবের নাক রহিল না। আজকাল যাকেরদেরও এই অবস্থা। স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া খোদাকে তো পাইলই না; অধিকন্তু আরও একটি ক্ষতি এই হইল যে, দুনিয়াটাকে তিক্ত করিয়া লইল এবং অস্থিরতা বাড়াইয়া লইল।

॥ যেক্‌রের রূপ ॥

এই জন্য আমার ইচ্ছা যেক্‌রের প্রণালী সহজ করিয়া দেই এবং প্রকৃত যেক্‌রের হাকীকত মানুষকে বলিয়া দেই। মানুষ সোয়া লক্ষ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ। পড়াকে যেক্‌র মনে করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাও যেক্‌রের হাকীকত নহে; বরং যেক্‌রের বাহ্যিকরূপ ও যেক্‌রের লক্ষণসমূহের অন্তর্গত। অন্যথায় যদি সে যেক্‌রের হাকীকত লাভ করিতে পারিত, তবে এই ব্যক্তি অন্যান্য আমল বর্জন করিতে পারিত না। অথচ দেখা যায়, অনেকে সোয়া লাখ 'আল্লাহু আকবার' পাঠকারী, অন্যান্য আমল কিছুই করে না। অতএব, আমি যেক্‌রের হাকীকত বর্ণনা করিতেছি। একটি ব্যাপার হইতে উহা বুঝিয়া লউন। আপনি হয়ত দেখিয়া থাকিবেন যে, অনেক সময় ভদ্র লোকের অন্তরেও চুরি প্রভৃতি অপরাধমূলক কার্যের স্পৃহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন, কোন কোন ভদ্রলোকও চুরি আরম্ভ করিয়া দেয়। শুধু এই কারণে যে, অভাবের তাড়না। এই তাড়না, চুরি তাহার পেশা বলিয়া নহে; বরং শুধু অভাবের কারণে। অভাব বড় সাংঘাতিক বিপদ। ইহা মানুষকে নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতম স্থানে লইয়া যায়। এই যে অবস্থা দেখিলেন, ইহা আপনার সম্মুখেই রহিয়াছে। ইহাকে সর্বদা মনের মধ্যে রাখুন।

www.BANGLAKITAB.com

এখন ইহার বিপরীত অন্য এক দলকে দেখুন। স্বভাবের তাড়না এবং অভাব সত্ত্বেও চুরি করে না; চুরি করা তো দূরের কথা সরকারী খাজানা, কর প্রভৃতিও ফাঁকি দেয় না; বরং নিজের জোতের জমিন হালের গরু প্রভৃতি বেচিয়াও খাজানা পরিশোধ করে, যদিও পরিবারের লোকেরা ক্ষুধায় দিনাতিপাত করিতেছে।

এখন চিন্তা করুন, প্রথম শ্রেণীর লোক চুরি কার্যের প্রতি কেমন করিয়া অগ্রসর হয়? আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক খাজানা পর্যন্ত কেন পরিশোধ করিয়া দেয়? অথচ অভাব ও প্রয়োজনের দিক দিয়া উভয়েই সমান। ইহার কারণ শুধু এই যে, তাহারা একটি বিষয় স্মরণ রাখে, যাহা প্রথম শ্রেণীর লোকেরা স্মরণ রাখে না। অর্থাৎ, শাস্তি জেল প্রভৃতির অপমান—আর কিছু নহে। এখন বুঝিয়া লউন, যেক্‌রের হাকীকতও ইহাই এবং স্মরণ রাখাও ইহাকেই বলে, শুধু জানার নাম স্মরণ নহে। কেননা, চুরির অপরাধে জেল, বেত্রাঘাত প্রভৃতি শাস্তি হওয়ার কথা প্রথম শ্রেণীর লোকেরও জানা ছিল; কিন্তু এই শাস্তি ও জেলের কথা তাহাদের মনের সামনে উপস্থিত ছিল না। এই কারণে তাহারা অপরাধমূলক কার্য হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারে নাই। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের সম্মুখে উহা উপস্থিত ছিল তাহারা সর্বদা উহা পূর্ণরূপে স্মরণ রাখিত। এই কারণেই তাহারা চুরির প্রতি অগ্রসর হইতে পারে নাই।

ইহাতে সম্ভবতঃ কেহ এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন, আপনার এই বর্ণনার সারকথা তো এই দাঁড়াইতেছে যে, বেহেশ্‌ত এবং দোযখের কথা স্মরণ রাখার নামই যেক্‌রুল্লাহ্, অথচ ইহাতে বেহেশ্‌ত এবং দোযখের যেক্‌র হইল। আল্লাহ্‌র যেক্‌র তো হইল না। ইহার উত্তর এই যে, সওয়াব এবং আযাবের স্মরণই আল্লাহ্‌র স্মরণ। যেমন বলা হয় যে, আইনকে স্মরণ কর। ইহার অর্থ এই যে, আইনের স্মরণই হাতকড়ি এবং জেলের স্মরণ।

হাঁ, একথা অবশ্য সত্য যে, যেক্‌রুল্লাহ্‌র বিভিন্ন স্তর আছে। কাহারও কাহারও পক্ষে হাকিমের ব্যক্তিত্ব স্মরণ রাখাই যথেষ্ট হইয়া থাকে। তাহার পক্ষে অপরাধমূলক কার্য হইতে রক্ষিত থাকার জন্য জেলের শাস্তি ইত্যাদির কথা স্মরণ করার প্রয়োজন হয় না; বরং কোন কোন লোককে হাকিম এরূপ বলিয়াও দেয় যে, তুমি যাহা ইচ্ছা কর, তোমার কোন শাস্তি হইবে না। তথাপি হাকিমের সহিত তাহার এমন বিশেষ সম্পর্ক হয় যে, বিরোধিতা করিতে পারে না। আবার কেহ কেহ এরূপ ক্ষেত্রে হাকিমের অসন্তোষের আশঙ্কায়ই বিরোধিতা করে না। কাহারও কাহারও আবার এরূপ আশঙ্কাও হয় না; বরং তাহার লজ্জা-শরমই অপরাধমূলক কার্যের পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। আবার কাহারও বা এই প্রতিবন্ধক অর্থাৎ, লজ্জা-শরমের প্রতিও লক্ষ্য থাকে না। এই সম্পর্কের কোন নাম নাই ঃ

خوابی همین کرشمه و ناز و خرام نیست + بسیار شیوه هاست بتان راکه نام نیست

www.BANGLAKITAB.com

"ভ্রূভঙ্গি, প্রেমের ছলনা এবং মনোহর চলনভঙ্গিই কেবল সৌন্দর্য নহে। মা'শুকের অনেক চালচলন আছে যাহার কোন নাম দেওয়া যায় না।" উহার নাম যদি কিছু হয়, তবে "ব্যক্তিত্ব বা সত্তার সহিত সম্পর্ক" নাম দেওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, যেক্‌রের স্তরসমূহের মধ্যে ধারাবাহিকতা অবশ্যই থাকে।

॥ যেক্‌রের স্তরসমূহ ॥

এখন আমাদের দেখিতে হইবে—আল্লাহ্ তা'আলার সহিত আমাদের কিরূপ সম্পর্ক আছে। যে প্রকারের সম্পর্ক আছে উহারই উপযোগী যেক্‌রে আমাদের মশ্‌গুল হওয়া উচিত। এই স্তরের পার্থক্যের দরুনই আল্লাহ্ তা'আলা যেক্‌রের তাকীদ করিতে গিয়া কোথাও যেক্‌রকে নিজের সত্তার সহিত সম্পর্কিত করিয়া বলিয়াছেন : وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ "আল্লাহ্‌র যেক্‌র অতি মহান" এবং কোথাও তাঁহার নামের সহিত সম্পর্কিত করিয়াছেন : وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا তোমার প্রভুর নাম যেক্‌র কর ... ... এখানে তাফসীরকারগণ اسم শব্দটিকে অতিরিক্ত বলিয়াছেন। কিন্তু আমি বলি, অতিরিক্ত বলার প্রয়োজন নাই; বরং এই যাকেরদের স্তর বিভাগের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বটে। এই তফসীর শুধু আমার নিজস্ব মত নহে। কেননা, ইহা আরবী ভাষা-নিয়মের বিরোধী নহে। শরীয়তের নিয়মেরও বিপরীত নহে; আবার আমি নিশ্চিতরূপেও বলি না; বরং এরূপ অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, বলিতেছি। মাওলানা যেক্‌রের এই স্তরের পার্থক্যের প্রতি সচেতন করিয়া বলিতেছেন :

مست ولا یعقل نۂ از جام هو + اے زهو قانع شده بر نام هو

"ইহাতে একথার সজাগ করা হইয়াছে যে, যেক্‌রের একটি স্তর এরূপ আছে যাহা নামের যেক্‌র অপেক্ষা উন্নত ও উচ্চ। কিন্তু আর একস্থানে বলেন, নামের যেক্‌রও বেকার নহে; বরং হিতকর ও লাভজনক। যে ব্যক্তি উন্নত ও উচ্চ স্তরের যেক্‌র হাছিল করিতে না পারে সে এই নামের যেক্‌রকেই গণিমত মনে করিবে। কেননা :

از صفت وز نام چه زاید خیال + وان خیالش هست دلال وصال

"গুণ এবং নামের যেক্‌র দ্বারা কি ফল হইবে? উহার কল্পনা শুধু মিলনের দালাল, (পথ প্রদর্শক) হইতে পারে।" নাম যেক্‌র করা প্রসঙ্গে মাজ্‌নুর একটি ঘটনা স্মরণ হইল। কোন কবি মাস্‌নবীর ওযনে এই কবিতাগুলি লিখিয়াছেন। শেএ'রগুলি মাসনবীর না হইলেও ভাল শেএ'র।

دید مجنوں را یکے صحرا نورد + درمیان غمش نشسته فرد

ریگ کاغذ بود وانگشتان قلم + می نویسد بهر کسے نامه رقم

www.BANGLAKITAB.com

گفت اے مجنوں شیدا چیست ایں + می نویسی نامہ بہر کیست ایں
گفت مشق نام لیلے می کنم + خاطر خود را تسلی می دہم

'একজন পথিক মজ্‌নুকে দেখিল, শূন্য প্রান্তরে একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছে। মরুভূমির বালুকা ছিল কাগজ আর তাহার আঙ্গুল ছিল কলম। কাহার উদ্দেশ্যে যেন চিঠি লিখিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, হে মাজ্‌নু। কোন্ খেয়ালে আছ? এই চিঠি কাহার নিকট লিখিতেছ? উত্তর করিল: লায়লার নাম অভ্যাস করিতেছি এবং নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতেছি।"

ইহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, মনঃসংযোগ না করিয়া শুধু মুখে যেক্‌র করিলেও তাহা বিফল হয় না। আর এই যে কোন কবি বলিয়াছেন:

بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر + ایں چنیں تسبیح کے دارد اثر

"মুখে তাস্‌বীহ আর অন্তরে গাভী ও গাধার চিন্তা; এই প্রকারের তাস্‌বীহ্‌তে কি ফল হইবে?" ইহা সম্পূর্ণ ভুল। আমি ইহার প্রতিবাদে বলিয়াছি:

ایں چنیں تسبیح ہم دارد اثر "এই প্রকারের তাস্‌বীহরও ফল আছে।"

বন্ধুগণ! মজার কথা এই যে, মিষ্ট এবং টকের নামেও ফল বা ক্রিয়া আছে। নাম লওয়া মাত্র মুখ পানিতে ভরিয়া যায়। আর খোদার নামে কোন ফল না হওয়া বড়ই আশ্চর্যের কথা।

টকের নামের ফল দ্বারা দেওবন্দে জনৈক হিন্দু রাজবৈদ্য বড় কাজ লইয়াছিল। তাহা এই যে, দিল্লীর কোন বাদশাহ্‌র শাহ্‌যাদা প্রথম রোযা রাখিয়াছিল, তাহার রোযা ইফ্‌তার উপলক্ষে বড় ধুমধামের সহিত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল। হঠাৎ আছরের সময় ছেলেটি পিপাসায় অস্থির হইয়া পড়িল এবং বলিতে লাগিল, আমি রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি। সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িল, এখন কি উপায় করা যাইতে পারে, যাহাতে রোযাও থাকে ছেলেরও কোন কষ্ট না হয়? চিকিৎসকদিগকে একত্রিত করা হইল। ইহাতে বুঝা যায়, বাদশাহ্ দুনিয়াদার হইলেও ধার্মিক ছিলেন। এই যুগের নূতন রঙ্গে রঞ্জিত ভদ্রলোকদের মত বেদ্বীন হইলে বলিয়া দিতেন, রোযার মধ্যে কি আছে? কিন্তু বাদশাহ রোযার সম্মান করিলেন। ফলকথা, চিকিৎসকগণ বহু উপায় চিন্তা করিলেন, কেহ কিছু বুঝিতে পারিল না। এই হিন্দু বৈদ্যটিও উপস্থিত ছিল। সে বলিল, আমি একটি উপায় স্থির করিয়াছি, অনুমতি পাইলে বলিতে পারি। তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইলে সে বলিল, শীঘ্র কয়েকটা লেবু আনাইয়া লওয়া হউক এবং ছেলেপেলেদিগকে বলুন, তাহার সামনে যেন সকলে লেবু কাটিয়া চাটিয়া খাইতে আরম্ভ করে এবং জিহ্বা উপরের তালুতে লাগাইয়া চট্‌চট্ শব্দ করিতে থাকে। যেমন বলা তেমনি কাজ শুরু হইয়া গেল। ইহাতে শাহ্‌যাদার মুখে 'লালার' স্রোত বহিয়া গেল। এখন উক্ত বৈদ্য বলিতে

www.BANGLAKITAB.com

লাগিল, আমি আলেমদের নিকট শুনিয়াছি, মুখের নিঃসৃত লালা গিলিয়া ফেলিলে রোযা নষ্ট হয় না। শাহ্‌যাদা এই লালা গিলিতে থাকুন, পিপাসা নিবৃত্ত হইয়া যাইবে। আলেমগণ ইহাতে একমত হইলেন এবং এইরূপে শাহ্‌যাদার রোযা পূর্ণ হইয়া গেল।

তৎকালে আলেমদের সঙ্গে মেলামেশার কারণে হিন্দুরাও অনেক মাস্‌আলা জানিতে পারিত। আমি ভূপাল রাজ্যের ঘটনা শুনিয়াছি। জনৈক মুসলমান কোন এক হিন্দু স্বর্ণ-ব্যবসায়ীর নিকট হইতে রূপার টাকা দিয়া রূপা খরিদ করিতেছিল। হিন্দু দোকানদারটি তাহাকে বলিল, এই প্রকারের বেচাকেনা তোমাদের ধর্মে জায়েয নাই। রূপার টাকার সহিত কিছু তামার পয়সা মিলাইয়া দাও, তাহা হইলে জায়েয হইবে।

এই যুগে আমাদের শহরে ঘিন্‌শী নামে একজন স্বর্ণকার ছিল। সে এই প্রকারের অনেক মাস্‌আলা শিখিয়া ফেলিয়াছিল। কেননা, আমি তাহার দ্বারা অলঙ্কার প্রস্তুত করাইতাম। আমার সঙ্গে সে এসমস্ত মাস্‌আলার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিত। অতএব, নামের যেক্‌রও নিষ্ফল নহে। অনেক সময়ে নামেই কাজ হইয়া যায়; বরং কোন সময় ভুলেও যদি কেহ আল্লাহ্‌র নাম লয় তৎক্ষণাৎ কবুল হইয়া যায়।

এক মূর্তিপূজক কয়েক বৎসর ধরিয়া 'সানাম্' 'সানাম্' (মূর্তি, মূর্তি) নাম জপ করিত। এক দিন ভুলক্রমে মুখ দিয়া 'সানামের' স্থানে 'সামাদ' নাম বাহির হইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ আওয়ায আসিল: لبيك يا عبدى لبيك "আমার বান্দা! আমি উপস্থিত আছি।" এই শব্দে মূর্তিপূজক লোকটি বেহাল হইয়া পড়িল এবং এক লাথি মারিয়া মূর্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বলিল: 'হতভাগা! এত বৎসর তোকে ডাকিলাম তুই এই পোড়া মুখে কোন সময় উত্তর দিলে না। আমি কোরবান হই সেই খোদার জন্য যাঁহার নাম ভুলে একবার মুখে আনামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ আমার প্রতি দৃষ্টি করিলেন।'

'সীবওয়াহ্ ছিল আকীদায় মু'তাযেলী মতাবলম্বী। মৃত্যুর পরে কেহ তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে? বলিলেন: "আল্লাহ্ তা'আলা ফরমাইয়াছেন, তুমি ক্ষমার উপযোগী ছিলে না, কিন্তু যাও একটি কথায় তোমাকে ক্ষমা করিতেছি, তাহা এই যে, তুমি আমার নামকে "আ'রাফুল মা'আরেফ" (সমস্ত নির্দিষ্টের মধ্যে অধিকতর নির্দিষ্ট) বলিয়াছিলে। তুমি আমার নামের ইয্‌যৎ করিয়াছ, আমিও তোমার ইয্‌যৎ করিতেছি। অথচ তিনি ইহা দ্বীন-দারীর নিয়তে বলেন নাই; বরং আরবী ব্যাকরণের নিয়ম বিশ্লেষণে বলিয়াছিলেন। অর্থাৎ, الله শব্দটি নির্দিষ্টবাচক শব্দগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক নির্দিষ্ট, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের আ'মলের এত মূল্য দান করেন যে, সামান্য কথায় ক্ষমা করিয়া দেন। আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমার কথা কি বলিবেন, তিনিক্ষমা করার জন্য উছিলা অন্বেষণ করিয়া থাকেন। رحمت حق بهانه جويد "খোদার রহমত বাহানা (উছিলা)

www.BANGLAKITAB.com

তালাশ করে", সুতরাং নামের যেক্‌র একেবারে নিষ্ফল কেমন করিয়া হইবে? ইহাকেও মূল্যবান মনে করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলিতেছি—শেষ যুগের সূফীগণ কেবল কল্‌বের যেক্‌রকেই মনোনীত করিয়াছেন, তাহা খুবই ভাল; কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না; বরং কিছুক্ষণ পরেই কল্‌ব এদিক-ওদিক ছুটিয়া চলিয়া যায় এবং যাকের মনে করে যে, আমি যেক্‌রেই মশ্‌গুল রহিয়াছি। সুতরাং আমার বিবেচনা এই যে, মুখেও যেক্‌র করা আবশ্যক এবং কল্‌বকেও এদিকে রুজু করিয়া রাখা দরকার। কিছুক্ষণ পরে যদি কল্‌ব এদিকে রুজু নাও থাকে, তখন মুখের যেক্‌র তো বাকী থাকিবে এবং বৃথা সময় নষ্ট হইবে না; বিশেষতঃ আমি একটু আগেই বিশ্লেষণ করিয়া দিয়াছি যে, যে আ'মল খাছ নিয়তে আরম্ভ করা হয় উহার বরকত এবং নূর স্থায়ী থাকে—যদিও সেই নিয়ত সর্বক্ষণ মনে হাজির না থাকে, যদিও সেদিকে মন রুজু না থাকে। এখন যে আমাদের যেক্‌রের নূর পাইতেছি না, ইহার কারণ এই যে, একাগ্রভাবে মন রুজু থাকার কিংবা নূর হাছিল হওয়ার ইচ্ছাও আমাদের নাই। ইচ্ছাই যদি থাকে, তবে নূর অবশ্যই হাছিল হইবে। অতএব, এরূপ ক্ষেত্রে একথা বলা শুদ্ধ হইবে যে, این چنین تسبیح کے دارد اثر। অর্থাৎ, যেক্‌রের ফল লাভের ইচ্ছাই যদি না থাকে, তবে এরূপ তস্‌বীহ্‌র ফল হইবে কেন? আবার ইহাও বলা ঠিক হইবে যে, این چنین تسبیح هم دارد اثر অর্থাৎ, যদি ফল লাভের উদ্দেশ্য থাকে, তবে শুধু মুখের যেক্‌রেও ফল পাওয়া যাইবে। অতএব, এখন উক্ত কবির কথাও ঠিক, আমার কথাও ঠিক।

যাহা হউক, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ বাক্যে اسم শব্দটিকে অতিরিক্ত বলার কোন প্রয়োজন নাই। নাম যেক্‌র করার নির্দেশ এক হিসাবে আর وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ অন্য হিসাবে। যেক্‌রের আরও একটি স্তর আছে, তাহা সওয়াব ও আযাবের স্মরণ রাখা। কেননা, কোরআনে ও হাদীসে স্থানে স্থানে সওয়াব আযাবের স্মরণ রাখার নির্দেশও রহিয়াছে। ইহা যেক্‌রুল্লাহ্‌র স্তরসমূহের মধ্যে একটি স্তর বিশেষ। এতদ্ভিন্ন আল্লাহ্‌র হুকুমগুলি পালন করাও আল্লাহ্‌র যেক্‌রের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, হুকুমগুলির মধ্যেই তো আল্লাহ্‌র আনুগত্য নিহিত রহিয়াছে। অতএব, বুঝিতে পারিলেন যে, যেক্‌রুল্লাহ্‌র বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে এই কারণেই মাশায়েখে কেরাম যেক্‌রের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

॥ মৌলিক যেক্‌রের স্তরসমূহ ॥

আমাদের চিশতীয়া তরীকার শায়খগণ মৌখিক যেক্‌রেও ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হইয়া থাকেন। বার তাসবীহ্‌র মধ্যে প্রথমে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর যেক্‌র তা'লীম

www.BANGLAKITAB.com

দিয়া থাকেন। প্রাথমিক অবস্থার সালেকদের জন্য ইহাই উপযোগী। কেননা, তাহার মন এখনও 'গায়রুল্লাহ্‌র' স্মরণে পরিপূর্ণ। অতএব, তাহার প্রয়োজন—সমস্ত 'গায়রুল্লাহ্‌কে মনে হাজির করিয়া 'لا'-এর তরবারি দ্বারা ধ্বংস করিয়া দেওয়া। যখন সেই সমস্তের বিনাশ সাধন হয় এবং মন 'গায়রুল্লাহ্' হইতে একদম পবিত্র হইয়া যায়, তখন لا اله الا الله। অর্থাৎ, 'এস্‌বাতের' যেকের করা সমীচীন। কিন্তু لا اله الا الله। যেকরের সময়ও মনে এক প্রকার 'গায়রুল্লাহ্‌র' উপস্থিতি পাওয়া যায়। কাজেই অতঃপর الله الله যেকর শিক্ষা দিয়া থাকেন। তখন শুধু আল্লাহ্ তা'আলার সত্ত্বার প্রতিই মনোযোগ থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রেও নামের মাধ্যমেই মনোযোগ হইয়া থাকে। এই কারণেই এই তরীকার কোন কোন পীর অতঃপর هُوَ - هُوَ এর যেক্‌র শিখাইয়া থাকেন। তখন শুধু আল্লাহ্‌র সত্ত্বার প্রতিই মনোযোগ হয়। নামের মধ্যস্থতাও থাকে না — والله اعلم

আল্লামা ইব্‌নে তাইমিয়াহ্ لا اله الا الله ছাড়া উপরোক্ত সর্বপ্রকারের যেক্‌রই বেদ্‌আৎ বলেন। কেননা, হাদীসে এগুলির কোন প্রমাণ নাই। আমি যদি তখন থাকিতাম, তবে আদবের সহিত তাঁহার নিকট জানিতে চাহিতাম, ধর্মের ওলামায়ে কেরাম এই মাস্‌আলা সম্বন্ধে কি বলেন? এক ব্যক্তি কোরআন শরীফ হেফ্‌য্ করিবার সময় اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ আয়াতটিকে পৃথক পৃথক ভাবে এইরূপে 'ইয়াদ করিতেছে প্রথতঃ اِذَا السَّمَاءُ اِذَا السَّمَاءُ مুখস্থ করিতেছে অতঃপর فَطَرَتْ فَطَرَتْ মুখস্থ করিতেছে। অতঃপর উভয় অংশকে মিলাইয়া اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ পূর্ণ বাক্যটি উচ্চারণ করিতেছে। অতএব, এইরূপে আয়াতটিকে মুখস্থ করা তাহার পক্ষে জায়েয হইতেছে কি না? এখানে সন্দেহের একমাত্র কারণ ইহাই যে, اِذَا السَّمَاءُ শব্দটি অর্থহীন এইরূপে فَطَرَتْ শব্দটিও অর্থহীন। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, ইব্‌নে-তাইমিয়াহ্ ইহাকে অবশ্যই জায়েয বলিতেন। কারণ ইহাই বলিতেন যে, ইহা তেলাওয়াত নহে। তখন তেলাওয়াত করা উদ্দেশ্যও নহে; বরং মনের মধ্যে জমানই উদ্দেশ্য। অতএব, আমি বলি, তবে لا اله الا الله। আওড়ান কেন বেদ্‌আৎ হইবে? ইহা দ্বারাও তো যেক্‌রুল্লাহ্‌কে মনে জমাইয়া লওয়াই উদ্দেশ্য। আমি দাবী করিয়া বলিতে পারি, এবং আমার অভিজ্ঞতা আছে, যেক্‌রকে মনে দৃঢ়রূপে জমাইবার জন্য এই প্রণালী বিশেষ উপকারী। ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। কাহারও সন্দেহ থাকিলে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে।

এখন যদি তাঁহার পক্ষ হইতে বলা হয় যে, "এই ব্যক্তি যেমন কোরআন ইয়াদ করিতেছে, তেলাওয়াত করিতেছে না; বরং তেলাওয়াতের জন্য প্রস্তুতি করিতেছে তদ্রূপ لا اله الا الله। যেক্‌রকারীও তো তদবস্থায় যেক্‌রকারী হইল না; বরং যেক্‌রের জন্য

www.BANGLAKITAB.com

প্রস্তুতি করিতেছে বলিতে হইবে।" তখন আমি বলিব, নামাযের জন্য অপেক্ষাকারী নামাযী বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে। সুতরাং যেক্‌র প্রস্তুতিকারীও যাকের বলিয়াই গণ্য হইবে। দুঃখের বিষয় ইব্‌নে তাইমিয়ার সম্মুখে এ সমস্ত কথা কেহ বলে নাই। কাজেই এরূপ খণ্ড খণ্ড যেক্‌রকে বেদ্‌আত বলা সম্বন্ধে তিনি মা'যূর। আরও মজার ব্যাপার এইযে, তাঁহারসম্মুখে জাহেল সূফীদের ভুল যুক্তিই উত্থাপিত হইয়াছে। যেমন, কোন কোন সূফী الله যেক্‌র জায়েয হওয়ার পক্ষে এই আয়াতটি দ্বারা দলিল পেশ করিয়াছে। قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ "আপনি বলুন, 'আল্লাহ্' অতঃপর তাহাদিগকে তাহাদের ইচ্ছানুরূপ খেলার মধ্যে ছাড়িয়া দিন।" সূফিয়ায়ে কেরামের এই দলিল শুনিয়া ইব্‌নে তাইমিয়াহ্ তাঁহাদের যথেষ্ট খবর লইয়া ছাড়িয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে এই আয়াতটি দ্বারা প্রমাণ উত্থাপনও করা যাইতে পারে না। কেননা, এই আয়াতে الله শব্দটি قل ক্রিয়ার কর্ম নহে। অর্থাৎ 'আল্লাহ্' বলিতে নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। কেননা, قول ক্রিয়ার কর্ম কখনও একটি শব্দ হয় না; বরং পূর্ণ বাক্য হইয়া থাকে। এখানে الله শব্দটি انزل উহ্য ক্রিয়ার কর্তা। বাক্যের পূর্বাপর সম্পর্কের সঙ্কেত হইতে উহা বুঝা যাইতেছে। কেননা, তৎপূর্বে বলা হইয়াছে:

قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ - قُلِ اللّٰهُ اَيْ قُلْ اَنْزَلَهُ اللّٰهُ -

"আপনি জিজ্ঞাসা করুন: মূসা (আঃ) যে কিতাব লইয়া আসিয়াছে, যাহা নূর ছিল এবং হেদায়েত ছিল মানুষের জন্য, যাহা তোমরা পাতা পাতা করিয়া মানুষকে দেখাইয়াছ এবং উহার অনেক বিষয়কে গোপন রাখিয়াছ এবং উহার সাহায্যে তোমাদিগকে শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছে যাহা তোমরাও জানিতে না, তোমাদের বাপ-দাদারাও জানিত না তাহা কে নাযিল করিয়াছে? আপনি বলিয়া দিন: আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করিয়াছেন, অতঃপর তাহাদিগকে তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী খেলিবার জন্য ছাড়িয়া দিন।" অতএব, এই আয়াত দ্বারা খণ্ড খণ্ড যেক্‌র জায়েয হওয়ার প্রমাণ কোন মূর্খ সূফীই দিয়া থাকিবে। ফলে ইব্‌নে তাইমিয়াহ খুব সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং ভালরূপে তাহাদের খবর লইয়া ছাড়িয়াছেন, কিন্তু আনাড়ী চিকিৎসক ভুল করিয়া থাকিলে উহাতে মাহমুদ খাঁন এবং আবদুল মজিদ খাঁনের মত বিচক্ষণ চিকিৎসকের উপর খারাপ ধারণা করা জায়েয হইবে না। হাঁ, মউত খাঁকে মন্দ বলেন তো আমরাও আপনার সঙ্গে আছি। এটা কেমন কথা! আনাড়ীদের সঙ্গে

www.BANGLAKITAB.com

তত্ত্ববিদদিগকেও একই লাক্‌ড়ী দিয়া তাড়া করা হইতেছে। তত্ত্ববিদগণের প্রমাণাদি শ্রবণ করিলে ইব্‌নে তাইমিয়াহ্ সূফিয়ায়ে কেরামকে মন্দ বলিতে সাহস পাইতেন না।

সারকথা এই, মৌখিক যেক্‌রের একটি স্তর এই যে, আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ কর। দ্বিতীয় স্তর এই যে, নামের মাধ্যমে তাঁহার সত্তাকে স্মরণ কর। তৃতীয় স্তর এই যে, নামের মধ্যস্থতাও থাকিবে না, কেবল আল্লাহ্‌র সত্তাকে স্মরণ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্কের একটি স্তর এই যে, যদি তাহাকে বলিয়া দেওয়া হয় যে, কোন গুনাহর কাজের জন্য তোমাকে শাস্তি দেওয়া হইবে না। যাহা ইচ্ছা করিতে থাক। তবুও সে তাঁহার কোন আদেশ লঙ্ঘন করিবে না; বরং যদি ইহাও বলিয়া দেওয়া হয় যে, তুমি আনুগত্য করিলে তোমাকে শাস্তি দেওয়া হইবে এবং বিরোধিতা করিলে বেহেশ্‌ত লাভ করিবে। তথাপি সে বিরোধিতা করিবে না। এতদ্ভিন্ন যদি বলিয়া দেওয়া হয় যে, কুফরী অবস্থায় তোমার মৃত্যু হইবে, তবুও আমলে ত্রুটি করিবে না।

যেমন কোন এক বুযুর্গ লোক যেক্‌রে রত ছিলেন, এমন সময় গায়েবী আওয়ায আসিল, যাহা ইচ্ছা কর, তোমার মৃত্যু কাফের অবস্থায়ই হইবে। তিনি খুব অস্থির হইয়া পড়িলেন। কিন্তু যেক্‌র, নামায প্রভৃতি কিছুই ছাড়িলেন না; বরং পীরের খেদমতে যাইয়া বলিলেন। পীর বলিয়া দিলেন: "কাজে লাগিয়া থাক; এই আওয়ায শুনিয়া অস্থির হইও না। ইহা মহব্বতের গালি, মাহ্‌বুবের অভ্যাস—আশেককে এইরূপে অস্থির করিয়া থাকে।

بدم گفتی و خرسندم عفاک اللہ نکو گفتی + جواب تلخ می زیبد لب لعل شکر خارا

"তুমি আমাকে মন্দ বলিয়াছ, আমি বেশ খুশী আছি। ভালই বলিয়াছ, আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন, পদ্মরাগ সম মিষ্টভাষী ঠোঁটেই তিক্ত জবাব শোভা পায়।" অস্থির করাও মহব্বতের এক ঢং।

ما پروریم دشمن و ما می کشیم دوست + کس را رسد نہ چون و چرا در قضاے ما

"আমি দুশ্‌মনকে প্রতিপালন করি এবং বন্ধুকে বিনাশ করি, আমার বিধানে কাহারও আপত্তি করার বা কৈফিয়ত তলব করার অধিকার নাই।"

আমার ওয়ালেদ ছাহেব শিশুদিগকে কোলে কম লইতেন। কোন সময় অধিক মহব্বতের জোশ আসিলে শিশুদের চোয়াল ধরিয়া চাপ দিতেন তাহাতে শিশু কাঁদিয়া উঠিত। তখন মহিলারা বলিতেন, আপনার মহব্বত তো বড় অদ্ভুত। শিশুদের কোলে লওয়া বা খাওয়ানোর নাম নাই, চোয়াল চাপিয়া কাঁদাইতে আসেন, কিন্তু তিনি ইহাতেই আনন্দ পাইতেন। আমিও শিশুদের লইয়া হাসিঠাট্টা করিতে ভালবাসি, যাহাতে তাহারা সময় সময় রাগান্বিতও হইয়া পড়ে। তাহাদের এসময়কার দৃষ্টিভঙ্গি বা ভ্রূভঙ্গি আমার খুব ভাল লাগে।

www.BANGLAKITAB.com

এইরূপে, বিনা তুলনায়, মনে করুন, কোন কোন মানুষকে মহব্বতের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা নানা প্রকারে পেরেশান করিয়া থাকেন। তাহাদের কান্নাকাটি ও চীৎকার তিনি খুব পছন্দ করেন। কাহারও বা হাসি পছন্দ করেন তাহাকে হাসান, কাহারও কান্না পছন্দ করেন তাহাকে কাঁদান।

بگوش گل چه سخن گفتهٔ که خندان ست + بعندلیب چه فرمودهٔ که نالان ست

"ফুলের কানে কানে কি বলিয়া দিয়াছ যে, সে হাসিতেছে? বুলবুলকে কি বলিয়াছ যে সে কান্দিতেছে?" আর—

ما پروریم دشمن و مامی کشیم دوست + کس را رسد نه چون وچرا در قضاے ما

"আমি দুশমনকে প্রতিপালন করি এবং বন্ধুকে হত্যা করি, আমার বিধানে কাহারও কৈফিয়ত জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার নাই।"

এই বিবরণ হইতে আপনারা জানিতে পারিয়াছেন যে, বেহেশ্‌ত, দোযখ এবং শাস্তি ও আযাবের স্মরণ করাও আল্লাহ্ তা'আলাকেই স্মরণ করা। কেননা, যেক্‌রের স্তর বিভিন্ন।

॥ যেক্‌রের হাকীকত ॥

অতএব, যেক্‌রের হাকীকত এই যে, যেমন কোন লোক স্বভাবের তাড়না সত্ত্বেও চুরি করে না, খাজানা পরিশোধে শৈথিল্য করে না। কেননা, একটি বস্তু তাহার স্মরণে আছে, অর্থাৎ শাস্তি, জেল প্রভৃতি। এইরূপে যে বস্তু নাফরমানী ও গুনাহের কাজ হইতে নিবৃত্ত করে এবং এবাদতের প্রেরণা ও হিম্মত দান করে, সে বস্তু স্মরণ রাখাই 'যেক্‌রুল্লাহ্'। যদি কাহাকেও الله الله যেক্‌র করা নাফরমানীর কাজ হইতে বিরত রাখে, তবে ইহাই তাহার জন্য যেক্‌রুল্লাহ্। আর যদি الله الله করা কোন ব্যক্তিকে গুনাহের কাজ হইতে নিবৃত্ত না করে, তবে তাহার জন্য ইহা প্রকৃত যেক্‌রুল্লাহ্ হইবে না; যেক্‌রের বাহ্যিক রূপের অন্তর্ভুক্ত হইবে। তাহার অবস্থার উপযোগী প্রকৃত যেক্‌র কোন তত্ত্ববিদের দ্বারা নির্বাচন করিয়া লইতে হইবে। যেমন, কাহারও নাফ্‌সের উপর আর্থিক জরিমানা করিলে উহা তাহাকে গুনাহের কাজ হইতে নিবৃত্ত রাখে; তাহার জন্য আর্থিক দণ্ডই প্রকৃত যেক্‌র। ইহাই যেক্‌রের হাকীকত। ইহাই সর্বপ্রকার তরীকতের মূল; বরং সমস্ত শরীয়তেরও।

॥ আ'মলের প্রাণ ॥

এখন আমি কয়েকটি আয়াত বর্ণনা করিয়া শেষ করিব। এই আয়াতগুলি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, যাবতীয় আমলের উদ্দেশ্যই যেক্‌র এবং ইহাই সমস্ত আমলের প্রাণ এবং ভিত্তি।

www.BANGLAKITAB.com

যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন : أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ইহাতে বুঝা যায়, নামাযের উদ্দেশ্য যেক্‌র। রোযা সম্বন্ধে বলেন : وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ "আল্লাহ্ যাহার প্রতি তোমাদিগকে হেদায়ত করিয়াছেন তজ্জন্য আল্লাহ্‌র তাক্‌বীর পাঠ কর।" আর হজ্জ সম্বন্ধে বলিয়াছেন : فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ "মহান প্রতীকের অর্থাৎ, মুযদালেফার নিকট আল্লাহ্‌র যেক্‌র কর।" আর :

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْ أَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ

"এবং নির্দিষ্ট কয়েক দিনের মধ্যে আল্লাহ্‌র যেক্‌র কর।" আর :

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ

"কোরবানীর সারি বাঁধা জান্‌ওয়ারগুলির উপর তোমরা আল্লাহ্‌র নাম যেক্‌র কর।" আর যদি গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা যায়, তবে সর্বপ্রকারের আ'মলের মধ্যেই 'যেক্‌র' বিদ্যমান রহিয়াছে দেখা যাইবে।

এই তো দিলাম প্রকাশ্য আমলগুলির কয়েকটি দৃষ্টান্ত। এখন বাতেনী আমলগুলির মধ্যে চিন্তা করিয়া দেখুন, সেখানেও দেখিবেন, যেক্‌র বিদ্যমান। যেমন, আল্লাহ্ বলেন : إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا "যখন তাহাদের সম্মুখে আল্লাহ্‌র যেক্‌র করা হয়, তখন অন্তরসমূহ ভীত হইয়া যায়। আর যখন তাহাদের সম্মুখে আমার কোরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি করিয়া দেয়।" ইহাতে বুঝা যায়, সেই ভয় ভীতিই আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে গ্রহণীয় যাহার উদ্দেশ্য হয় যেক্‌রুল্লাহ্। এই সমস্তই 'মোকামাত'-এর বর্ণনা। কেননা, আমলগুলিকেই মোকামাত বলা হয়। এখন 'হাল'সমূহের মধ্যে চিন্তা করুন। দেখিবেন, সেখানেও যেক্‌রের দখল রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন : أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ "আল্লাহ্‌র যেক্‌রেই কল্‌বের শান্তি লাভ হয়।" শান্তির দুইটি স্তর আছে। একটি 'মোকাম' যাহা অন্তরের বিশ্বাসের স্তর। আর একটি 'হাল'। ইহাকে নিরুদ্বেগ ও মহব্বতও বলা যায়। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা সাধারণ শান্তির জন্য যেকরুল্লাহ্‌কে কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং উহার ব্যাপকতার মধ্যে উপরোক্ত মোকাম ও হাল উভয়ই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। আর যদি ব্যাপকতার দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ নাও করা হয়, তবুও চাক্ষুষ দর্শন স্বয়ং উহার প্রমাণ রহিয়াছে। কেননা, বাস্তবিক অন্তরের আরাম ও শান্তি যেক্‌রুল্লাহ্‌র দ্বারাই ভাগ্যে জুটিয়া থাকে।

www.BANGLAKITAB.com

মাওলানা বলেন ঃ

گر گریزی بر امید راحتے + ہم ازاں جا پشت آید آفتے
ہیچ کنج بے دوزخ دام نیست + جز بخلوت گاہ حق آرام نیست

"যদি তুমি শান্তির আশায় অন্যত্র পলাইয়া যাও। সেই জায়গায়ও তুমি বিপদের সম্মুখীন হইবে। কোন স্থানই অপরের সংস্রব ও ফেৎনা হইতে মুক্ত নহে। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নির্জন স্থান ভিন্ন আর কোথাও আরাম নাই।" আল্লাহ্ তা'আলার নির্জন স্থান বলিতে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক স্থাপনই উদ্দেশ্য। ইহা যেক্‌রুল্লাহ্‌র সর্বোচ্চ স্তর। সুতরাং ভাবিয়া দেখুন, যাকেরগণ কেমন শান্তিতে আছেন! তাঁহারা কোন অবস্থাতেই অস্থির হন না। কেননা, একমাত্র সত্তার সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক। যাহাকিছু তাঁহাদের উপর আসে, উহাকে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে মনে করিয়া তাঁহারা সর্বদা নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ থাকেন ঃ

موحد چہ بر پائے ریزی زرش + چہ فولاد ہندی نہی بر سرش
امید و ہراسش نباشد ز کس + ہمین است بنیاد توحید وبس

"এক খোদার সহিত সম্পর্ক স্থাপনকারী, চাই কি তাঁহার পায়ের সম্মুখে স্বর্ণের স্তূপ রাখিয়া দাও, কিংবা মাথার উপর ভারতীয় তরবারী ধারণ কর কাহারও প্রত্যাশাও করিবে না, কাহাকেও ভয়ও করিবে না। ইহাই তাওহীদের ভিত্তি। আর কিছু নহে।

যেক্‌রের কোন সীমা নাই ॥

যেক্‌রের অবস্থা যাহাকিছু বর্ণনা করিলাম ইহাতে আপনারা বুঝিয়া নিবেন যে, যেক্‌রের কোন সীমা নাই। অথচ নামাযের জন্যও একটি সীমা আছে যে, নিষিদ্ধ সময়ে নামায হারাম। রোযার জন্যও সীমা আছে পাঁচ দিন রোযা রাখা হারাম। যাকাত এবং ছদ্‌কার জন্য সীমা আছে خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى "অবস্থাসম্পন্ন অবস্থার দান সর্বোত্তম" হজ্জের জন্য সীমা আছে। যেমন, ফরয হজ্জ আদায় করার পর এমন ব্যক্তির জন্য নফল হজ্জ জায়েয নাই যাহার হজ্জের দরুন পরিবার পোষ্যবর্গের হক নষ্ট হয়। কিন্তু যেক্‌রে হাকীকীর জন্য কোন সীমা নাই যাহার হকীকত খোদাকে স্মরণ রাখা যেমন, হাদীস শরীফে আছে, হুযুর (দঃ) সর্বক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলার যেক্‌র করিতেন يَذْكُرُ اللهَ فِيْ كُلِّ اَحْيَانِهٖ এবং যেক্‌রুল্লাহ্ এত অসীম যে, পায়খানা-প্রস্রাবখানায় বসিয়া মুখে যেক্‌র করা যদিও নিষিদ্ধ, কেননা, মুখ পায়খানায় প্রস্রাবখানায় রহিয়াছে। কিন্তু তথায় থাকিয়া অন্তরে আল্লাহ্‌র যেক্‌র করা নিষিদ্ধ নহে এবং যেক্‌রে হাকীকী, কেননা, কল্‌ব্ পায়খানায় নহে। এখান হইতে সুফিয়ায়ে কেরামের এই কথার একটি সূক্ষ্ম পোষকতা পাওয়া যায় যে, কল্‌বের পবিত্র

www.BANGLAKITAB.com

করণ দেহের বাহিরে। কল্‌ব অন্য জগতে অবস্থিত। এই কারণেই পায়খানায় বসিয়া কলব দ্বারা যেক্‌র করা নিষিদ্ধ নহে। কেননা, কল্‌ব্‌ সেখানে নাই। এই বিশ্লেষণটি যদি কেহ না বুঝে না মানে, তবে সে এইরূপে বুঝিতে পারে যে, যেক্‌রকারীর কল্‌ব্‌ খোলে ঢাকা তাবীযের ন্যায়। খোল দ্বারা আবৃত তাবীয যেমন পায়খানায় লইয়া যাওয়া জায়েয। তদ্রূপ যেকেরকারীর কল্‌ব্‌ও পায়খানায় সঙ্গে থাকা জায়েয আছে। আর জিহ্বা যদিও আবৃত কিন্তু ঠোঁট এবং দাঁতের নড়াচড়া ব্যতীত জিহ্বা দ্বারা যেক্‌র হইতে পারে না এবং ঠোঁট দাঁত নাড়াচাড়া করিলে জিহ্বা আবৃত থাকিবে না, উন্মুক্ত হইয়া পড়িবে। আর যদি কেহ পায়খানায় বসিয়া দাঁত ও ঠোঁট নাড়া ব্যতীত এবং মুখ খোলা ব্যতীত জিহ্বা দ্বারা যেক্‌র করিতে পারে, তবে তাহা জায়েয হইবে। কিন্তু তাহা তো যেক্‌রই নহে। কেননা, যেক্‌র ও তেলাওয়াতের জন্য হরফগুলি শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করা আবশ্যক। আবার কেহ কেহ বলেন যে, আওয়াযও অপরে শুনিতে পাওয়া আবশ্যক। এতটুকু শব্দ করিয়া উচ্চারণ করিতে হইলে তাহা মুখ না খুলিয়া সম্ভব হয় না। এতদ্ভিন্ন যে যেক্‌র হইবে উহাকে যেক্‌রের হুকুমের মধ্যে গণ্য করা হইবে, হাকীকী যেক্‌র হইবে না।

এখান হইতে মানুষের অক্ষমতা বুঝা যাইতেছে। অর্থাৎ, মানুষ ঠোঁট ও দাঁত না নাড়িয়া কথা বলিতে ও যেক্‌র করিতে অক্ষম। ইমাম আবুহানীফা (রঃ) জনৈক ক্ষমতাবাদীকে এই জবাবই দিয়াছিলেন যে, "তুমি যে বলিতেছ মানুষের যাবতীয় কার্য মানুষেরই সৃষ্ট, আমি একথা তখনই মানিব যদি তুমি ض অক্ষরটির উৎপত্তিস্থল হইতে ص অক্ষর কিংবা 'ص' অক্ষরটির উৎপত্তিস্থল হইতে ض অক্ষরটি বাহির করিতে পার। বস্‌, ইহাতেই সে অক্ষম হইয়া গেল।

এই কারণেই দুধের শিশু পেয়ার করিতে পারে না, কেননা, পেয়ার করিতে হইলে মুখকে যেভাবে নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন শিশু তাহা করিতে অক্ষম। আমি একবার এক শিশুকে পেয়ার করিয়া আবার তাহাকে বলিলাম, "তুমিও পেয়ার কর।" সে মুখ ঘুরাইতে লাগিল, পেয়ার করিতে পারিল না। মোটকথা, মানুষ ঠোঁট ও দাঁত না নাড়িয়া কথা বলিতে পারে না এবং ঠোঁট ও দাঁত নাড়িলে জিহ্বা মুক্ত হইয়া পড়ে, আবৃত থাকে না। কাজেই পায়খানায় বসিয়া মুখে সশব্দে যেক্‌র করা নিষিদ্ধ; কিন্তু কল্‌বের যেক্‌র জায়েয আছে। কেননা, কল্‌ব্‌ দেহের বাহিরে, কিংবা আবৃত।

॥ প্রশ্নের উত্তর ॥

এখানে দুইটি প্রশ্ন উত্থিত হয়। একটি এই যে, আপনি বলিয়াছেন, সমস্ত আমলের প্রাণ যেক্‌র। ইহাতে একথা অনিবার্য হয় যে, যেব্যক্তি যেকর আয়ত্ত করিয়াছে,

www.BANGLAKITAB.com

তাহার আর আমলের প্রয়োজন নাই। কেননা, আমলের প্রাণবস্তুই তো হাছিল হইয়া গিয়াছে।

ইহার উত্তর এই যে, একথা যদি মানিয়া লওয়া যায় যে, আমলের দ্বারা শুধু রূহ্‌ই উদ্দেশ্য, উহার বাহ্যিকরূপ কাম্য নহে তবেই এই প্রশ্ন উত্থিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ইহা ভুল। কেননা, আমরা দেখিতেছি যে, সন্তানের কেবল রূহ কাম্য হয় না। অন্যথায় রূহ তো মৃত্যুর পরেও স্থায়ী থাকে; বরং রূহ এবং রূপ উভয়ই কাম্য! এই কারণেই সন্তানের মৃত্যুর পর সুরত চক্ষুর অগোচর হওয়ার জন্য দুঃখ ও শোক হয়। নচেৎ রূহ্‌ যে মৃত্যুর পরেও বাকী আছে, এই বিশ্বাস সকলেরই আছে। দ্বিতীয়ত, উপরে বলা হইয়াছে যে, যেকরে হাকীকী সমস্ত আমলের মূল এবং শাখা ভিন্ন মূল কোন কাজেরই থাকিতে পারে না। এইরূপে শুধু যেকর অন্যান্য আমল ভিন্ন কোন কাজেই লাগে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই—আপনি এক ওয়াযে প্রত্যেক আমলের সীমা বর্ণনা করিয়াছিলেন। সেই ব্যাপকতার মধ্যে যেক্‌রও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। আর অদ্যকার ওয়াযে আপনি বলিতেছেন যেক্‌রের কোন সীমা নাই। অতএব, আপনার উভয় ওয়ায পরস্পর বিরোধী।

ইহার একটি জবাব এই যে, উক্ত ব্যাপকতার মধ্যে যেক্‌র অন্তর্ভুক্ত নহে। আর একটি জবাব এই—যেকরের জন্যও হদ্‌ বা সীমা আছে। কিন্তু তাহা বড়ই প্রশস্ত এবং তদ্রূপ সীমাবদ্ধতা কচিৎই হইয়া থাকে। মনে করুন যদি যেক্‌র করিতে কাহারও কষ্ট বোধ হয়। অর্থাৎ, তদবস্থায় মুখেও যেকর করিতে পারে না, কলব দ্বারাও পারে না এবং এরূপ অবস্থা তাহারাই অনুভব করিতে পারে যাহারা শারীরিক পীড়ায় পীড়িত অর্থাৎ, যেমন কাহারও মস্তিষ্ক দুর্বল। মস্তিষ্কের দুর্বলতা বশতঃ দীর্ঘকাল ধরিয়া কল্পনাও করিতে পারে না, কষ্ট হয়। এমতাবস্থায় এরূপ লোকের পক্ষে যেক্‌র করা জায়েয নাই। কেননা, ইহাতে যেক্‌রের প্রতি তাহার ঘৃণা জন্মিতে পারে।

এই মাস্‌আলা আপনারা অন্য কাহারও মুখে শুনিতে পাইবেন না। কেননা, প্রথমত একথা কাহারও বুঝেই আসিবে না যে, ধ্যানেও কষ্ট হইতে পারে। আর যদি কেহ ইহা বুঝিতে পারিয়া থাকে, তবে একথা তাহার বুঝে আসিবে না যে, কষ্ট সহকারে যেক্‌র করিলে যেকরের প্রতি ঘৃণা কেন উৎপন্ন হইবে? কিন্তু আমি অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি। কোন কোন সময় ধ্যানে এত কষ্ট হয় যে, তখন যে বস্তুর উপরই ধ্যান জমাইতে চেষ্টা করা হয়, সে বস্তুর প্রতি মনের অসন্তোষ উৎপন্ন হইতে থাকে। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানী পীর এরূপ অবস্থায় ধ্যান করিতে নিষেধ করিয়া দিবেন। যাহাতে যেক্‌রের প্রতি মহব্বত বাকী থাকে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই অবস্থা অবশ্যই খুব কচিৎ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং আমার এই কথা বলা ঠিক ও নির্ভুল হইয়াছে যে, যেক্‌রের জন্যও সীমা আছে, কিন্তু তাহা বড় প্রশস্ত সীমা।

www.BANGLAKITAB.com

এখন দোআ করুন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে যেক্‌রের তাওফীক দান করুন এবং প্রকৃত যেক্‌র হাছিল করিবার সৌভাগ্য দান করুন এবং ইহাকে সমস্ত শাখা-প্রশাখার মূল ভিত্তি করিয়া দিন ঃ

آمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ؕ

ব্যাখ্যা

এই ওয়াযটি খতম হওয়ার পূর্বক্ষণে এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে যে, অনুসন্ধানে জানা যায়, সমস্ত আমলের মধ্যে যেক্‌রে হাকীকীর বড় অধিকার কিংবা বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে এবং কোরআন মজীদ হইতে ইহার কয়েকটি প্রমাণও বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ঘটনাক্রমে তখন আমার অন্ত্র নামিয়া পড়িল, (হার্ণিয়া) কিছুক্ষণ সহ্য করিলাম কিন্তু কষ্ট যখন বাড়িতে লাগিল এবং মন অশান্ত হইয়া পড়িল। ওয়ায সমাপ্ত করিয়া দেওয়া হইল। এখন অবশিষ্ট আরও কয়েকটি কোরআনিক প্রমাণ উহার সঙ্গে যোগ করিয়া দিতেছি।

১। আলোচ্য বাক্যটির পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

أقم الصلوة ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر

"নামায কায়েম কর। নিশ্চয়, নামায অশ্লীল ও মন্দ কথা এবং কার্য হইতে বিরত রাখে।" ইহার সহিত আলোচ্য আয়াতটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এই যে, এই আয়াতে নামাযের মাধ্যমে যেক্‌রের কথা উল্লেখ রহিয়াছে ঃ "নামাযে আল্লাহ্‌র যেক্‌র আছে এবং আল্লাহ্‌র যেক্‌র অতি মহান। অতএব, যেক্‌রের ফলেই নামায অশ্লীল ও মন্দ কথা এবং কার্য হইতে বিরত রাখে।

২। আরও বলিয়াছেন ঃ وذكر اسم ربه فصلى "এবং তাঁহার প্রভুর নাম যেক্‌র করিয়াছে, তৎপর নামায পড়িয়াছে।" এখানে নামাযকে যেক্‌রের স্তর পর্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, নামাযের মধ্যে যেক্‌রের দখল রহিয়াছে।

৩। আরও বলিয়াছেন ঃ أقم الصلوة لذكرى "আমার যেক্‌র করার উদ্দেশ্যে নামায কায়েম কর।" ইহার বর্ণনা ওয়াযের মধ্যে হইয়া গিয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

৪। আরও বলিয়াছেন : وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ইহার বিবরণও ওয়াযের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

৫। আরও বলিয়াছেন :

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ

ইহা হজ্জ সম্বন্ধীয়। ইহার বিবরণও ওয়াযের মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে :

৬; আরও বলিয়াছেন :

لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ — المنفقون

ইহাতে দানের নির্দেশের পূর্বে যেক্‌রের নির্দেশ রহিয়াছে। অতঃপর দানের নির্দেশ থাকায় প্রকাশ্য ভাবে বুঝা যাইতেছে যে, দানের মধ্যে যেক্‌রের দখল রহিয়াছে। যেমন, কোরআনের স্থানে স্থানে اٰمَنُوْا -এর পরে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ উল্লেখ করায় বুঝা গিয়াছে যে, নেক কাজের মধ্যে ঈমানের দখল রহিয়াছে। তদ্রূপ এখানেও যেক্‌রের নির্দেশের পরে দানের নির্দেশ আনাতে বুঝা যায় যে, দানের মধ্যে যেক্‌রের পুরাপুরি দখল রহিয়াছে।

৭। আরও বলিয়াছেন :

فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ (وَقَوْلُهٗ) فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ - الاية

'যখন তোমরা আ'রাফা হইতে দলে দলে বাহির হইয়া আস, তখন মাশ্‌আরে হারাম অর্থাৎ, মুয্‌দালেফায় আল্লাহ্‌র যেক্‌র কর এবং তিনি যেরূপ যেক্‌র করিতে হেদায়ত করিয়াছেন তদ্রূপ তাঁহার যেক্‌র কর। আরও বলিয়াছেন : "তোমরা যখন হজ্জের কার্যগুলি সমাধা করিবে, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলার যেক্‌র করিবে।" যেহেতু হজ্জ কতিপয় আ'মলের সমষ্টি, অতএব, স্থানে স্থানে যেক্‌রের নির্দেশ দিয়াছেন, যেন প্রত্যেক আ'মলে উহা হইতে সাহায্য পাওয়া যায়।

৮। আরও বলিয়াছেন :

لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ *

www.BANGLAKITAB.com

এই আয়াতে কোরবানীকেও যেক্‌রুল্লাহ্‌ হইতে শূন্য ছাড়েন নাই, যাহাতে উহার সমস্ত বিধান এবং সীমার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া এবং লক্ষ করা সহজ হয়।

৯। আরও বলিয়াছেন :

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ (الى قوله) وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرَاتِ

এই আয়াতে ইস্‌লাম, ঈমান, কুনূত, সততা, ছবর, ভয়, বিশ্বাস, রোযা ও সতীত্ব রক্ষার উল্লেখ রহিয়াছে এবং এই সমুদয়ের বর্ণনা শেষ করিয়াছেন যেকরুল্লাহ্‌র সহিত। ইহাতে ইঙ্গিত হইতে পারে যে, যেক্‌রুল্লাহ্‌ দ্বারা বর্ণিত সমস্ত কার্যই সহজ হইয়া যায়।

১০। আরও বলিয়াছেন :

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ

এখানে যেক্‌রের পরে এস্তেগ্‌ফারের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, যেক্‌র এস্তেগ্‌ফারের কারণ হয়, ইহা সুস্পষ্ট।

১১। আরও বলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ

ইহাতে বুঝা যায়, শয়তানের ওয়াস্‌ওয়াসার স্পর্শ হইতে রক্ষা পাওয়ার মধ্যে যেক্‌রুল্লাহ্‌র দখল রহিয়াছে।

১২। আর ও বলিয়াছেন :

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ

পূর্ববর্তী আয়াতে যাহা বুঝা যায়, ইহাতেও তাহারই প্রমাণ রহিয়াছে।

১৩। আরও বলিয়াছেন :

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

"তাহারাই মো'মেন যাহাদের সম্মুখে আল্লাহ্‌ তা'আলার যেক্‌র করা হইলে তাহাদের অন্তর ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়ে।" ইহাতে বুঝা যায় যে, ভয়রূপ আভ্যন্তরীণ আ'মলের মধ্যে যেক্‌রের দখল রহিয়াছে।

১৪। আরও বলিয়াছেন :

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ

"যাহারা মো'মেন, তাহাদের অন্তর যেক্‌রুল্লাহ্‌র দ্বারা প্রশান্ত ও নিরুদ্বেগ হইয়া থাকে।" এই আয়াতে বুঝা যায়, অন্তরের শান্তির মধ্যে যেকরুল্লাহ্‌র দখল

www.BANGLAKITAB.com

রহিয়াছে। অন্তরের শান্তিও 'হাল' এবং মোকামের মধ্যে বিভক্ত। ইহার বর্ণনা ওয়াযের মধ্যে করা হইয়াছে।

১৫। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون

"তোমরা আমার যেক্‌র কর। আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব এবং তোমরা আমার শোক্‌রগুযারী কর এবং আমার কুফরী করিও না।" বাহ্যিক বাক্য বিন্যাস হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, শোকরগুযারীর মধ্যে যেক্‌রের দখল রহিয়াছে। ইহা মোকামাতের (আধ্যাত্মিক স্তর বিশেষ)-এর অন্তর্গত।

১৬। আরও বলিয়াছেন :

يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون -

"হে মুমেনগণ! তোমরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদলের সম্মুখীন হও, তখন দৃঢ়-পদ থাক এবং প্রচুর পরিমাণে আল্লাহ্ তা'আলার যেক্‌র কর। তাহা হইলে অবশ্যই তোমরা সফলকাম হইবে।" যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখে দৃঢ়-পদ থাকা অতি উচ্চ স্তরের ছবর। সহজে তাহা আয়ত্ত করার জন্য যেক্‌রের আদেশ করা হইতে বুঝা যায় যে, ছবরের মধ্যেও যেক্‌রের দখল রহিয়াছে। ইহাও মোকামাতের অন্তর্গত।

১৭। আরও বলিয়াছেন :

يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموت والارض — الاية

"তাহারা আল্লাহ্‌র যেক্‌র করে দাঁড়াইয়া, বসিয়া এবং পার্শ্বের উপর শয়ন করিয়া। আর চিন্তা করে যমিন ও আসমানসমূহের সৃষ্টির মধ্যে।" এই আয়াত হইতে বুঝা যায়, ফেক্‌রের মধ্যেও যেক্‌রের দখল রহিয়াছে। ইহাও মোকামাতের অন্তর্গত।

১৮। আরও বলিয়াছেন :

اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

www.BANGLAKITAB.com

"মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং ইতিপূর্বে তাহারা কিছুই ছিল না।" এই আয়াতটিকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াতের সহিত মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, বিশ্বাস্য বিষয়াবলীর মধ্যেও যেক্‌রের দখল রহিয়াছে।

১৯। আরও বলিয়াছেন :

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ

(اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى) اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ *

"আপনি কি দেখেন না যে, আল্লাহ্ তা'আলা আসমান হইতে পানি নাযিল করিয়াছেন এবং উহাকে যমিনের মধ্যে নহররূপে জারী করিয়া দিয়াছেন ..... নিশ্চয়, ইহার মধ্যে বুদ্ধিমান লোকের জন্য উপদেশ রহিয়াছে।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট ও মুগ্ধ না হওয়ার ব্যাপারেও যেক্‌রের দখল রহিয়াছে।

২০। আরও বলিয়াছেন :

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ

"নিশ্চয়, ইহার মধ্যে উপদেশ রহিয়াছে—সেই ব্যক্তির জন্য যাহার হৃদয় আছে, অথবা উপস্থিত মনে কর্ণপাত করিয়াছে।" ইহাতে বুঝা যায়, প্রাচীন যুগের উম্মতগণের ধ্বংস-কাহিনী হইতে উপদেশ গ্রহণেও যেক্‌রের দখল রহিয়াছে।

২১। আরও বলিয়াছেন :

يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا

"তাহারা লোক দেখান এবাদত করে এবং আল্লাহ্‌র যেক্‌র খুব অল্পই করিয়া থাকে।" ইহাতে বুঝা যায়, অধিক পরিমাণে যেক্‌র করাই রিয়ার ঔষধ।

২২। আরও বলিয়াছেন :

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ

"তোমরা সে-সমস্ত লোকের ন্যায় হইও না যাহারা আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া গিয়াছে। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে তাহাদের নিজেদেরকেও ভুলাইয়া দিয়াছেন।" ইহা হইতে বুঝা যায়, নফ্‌সের হক্ আদায়ের ব্যাপারেও যেক্‌রের দখল রহিয়াছে। যেক্‌র না করিলে নফ্‌সকে ভুলা হয়। আর যেক্‌র করিলে সকলের হক্ স্মরণ থাকে।

২৩। আরও বলিয়াছেন :

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطَانًا

www.BANGLAKITAB.com

"যে ব্যক্তি রাহ্‌মানের যেক্‌র হইতে গাফেল থাকে, তাহার উপর আমি শয়তানকে চাপাইয়া দেই।" ইহাতে বুঝা যায়, শয়তানের প্রভাব হইতে বাঁচিবার জন্য যেক্‌রের দখল রহিয়াছে।

॥ পরিশিষ্ট ॥

অদ্যকার ওয়াযের মধ্যে এই বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সওয়াব ও আযাবকে স্মরণ করাও আল্লাহ্ তা'আলারই স্মরণ বটে। এই কারণেই কোরআনের আয়াতসমূহে কোথাও স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার সহিত, কোথাও দুনয়াবী কিংবা পারলৌকিক সওয়াব এবং আযাবের সহিত যেক্‌রের সম্পর্ক উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন আরও সওয়াব ও আযাবের সহিত যেক্‌রের সম্পর্কের কয়েকটি স্থান উল্লেখ করিয়া ইহাকে ওয়াযের পরিশিষ্ট করিতেছি।

১। فاذكروا الاء الله "আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতসমূহের স্মরণ কর।"

২। واذكروا اذ جعلكم خلفاء "স্মরণ কর—যখন আমি তোমাদিগকে খলীফা বানাইয়াছি।"

৩। وذكرهم بايام الله — الاية এখানে যাবতীয় নেয়ামত এবং আযাব উভয়ের কথাই ব্যাপক ভাবে তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে বলা হইয়াছে।

৪। واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون -

এই আয়াতে দুনিয়ার নেয়ামতসমূহকে স্মরণ করান হইয়াছে।

৫। فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا "অদ্য আমি তাহাদিগকে ভুলিয়া যাইব যেমন তাহারা তাহাদের অদ্যকার এই সাক্ষাৎকে ভুলিয়া রহিয়াছিল।" এই আয়াতে সওয়াব ও আযাবের দিন অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৬। لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب এই আয়াতে হিসাব-নিকাশের দিনের কথা স্মরণ না রাখার দরুন কঠিন শাস্তির ধমক দেওয়া হইয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

সমপূরক ও পরিশিষ্ট মিলাইয়া মোট ৩৫টি আয়াত হইল, নমুনার জন্য এই প্রমাণগুলিই যথেষ্ট। যদি কেহ ইহার সহিত আরও অন্ততঃপক্ষে ৫টি আয়াত সংযোগ করিয়া দেন, তবে "চেহেল্ হাদীসের" ন্যায় এবিষয়ে একটি "চেহেল্ আয়াত" হইয়া যাইবে। [কিতাবের যে সংস্করণের অনুবাদ করা হইয়াছে উহাতে আয়াত ৩০টাই আছে। বাকী ৫টা আয়াতের সন্ধান পাওয়া গেল না।]

॥ সঙ্কলনকারী ও খতীব কর্তৃক কতিপয় ব্যাখ্যা ॥

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ۱ ।

"যে ব্যক্তি আমার যেক্‌র হইতে মুখ ফিরাইবে তাহার জীবিকা সঙ্কীর্ণ হইবে এবং ক্বিয়ামত দিবসে আমি তাহাকে অন্ধরূপে হাশর করিব।" ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায়, আল্লাহ্‌র যেক্‌র হইতে মুখ ফিরান জগতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ।

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ ط ۲ ।

وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ ط يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ

اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ط وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ط

"কতক লোক এমনও আছে—ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র যেক্‌র করা, নামায আদায় করা এবং যাকাত প্রদান করা হইতে বিরত রাখিতে পারে না। তাহারা সেই দিবসকে ভয় করে, যেদিন অন্তরসমূহ ও চক্ষুসমূহ চঞ্চল ও অস্থির থাকিবে যেন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে তাহাদের উত্তম আমলের পুরস্কার প্রদান করেন এবং তাহাদিগকে নিজ দানের মাত্রা বাড়াইয়া দেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা, বেহিসাব রুযী দান করিয়া থাকেন।" এই আয়াতে নামায আদায়ে ও যাকাত প্রদানে গাফলত না করার উপর যেক্‌র হইতে গাফ্‌লত না করাকে অগ্রবর্তী করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, যেক্‌রের ব্যাপারে গাফ্‌লত না করাই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। অতঃপর আযাব ও সওয়াবের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাতে বুঝা যায়, আযাবের ভয় এবং সওয়াবের আশাও আল্লাহ্‌র যেক্‌রের অন্তর্গত।

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۳ ।

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

www.BANGLAKITAB.com

"জুমআর নামায সমাপ্ত হইলে তোমরা যমিনে ছড়াইয়া পড় এবং আল্লাহ্‌র দান অন্বেষণ কর এবং প্রচুর পরিমাণে আল্লাহ্‌র যেক্‌র করিতে থাক। নিশ্চয়ই তোমরা সফলকাম হইবে।" ابتغوا শব্দের তাফসীর রেযেক অন্বেষণ কর। তৎসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার যেক্‌র করিতে নির্দেশ দেওয়ায় একথার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে যে, জীবিকা নির্বাহে ব্যাপৃত থাকা অবস্থায়ও যেক্‌র হইতে অমনোযোগী থাকা উচিত নহে। এতদ্ভিন্ন এই ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে, যেকরের ফলে রেযেকের মধ্যে বরকত হইয়া থাকে। لعلكم تفلحون শব্দে 'ফালাহ্'-এর ব্যাখ্যা ইহাই হইতে পারে।

৪। فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ

"নামায শেষ করিয়া তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার যেক্‌র কর দাঁড়াইয়া, বসিয়া এবং পার্শ্বের উপর শয়ন করিয়া। এই আয়াতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, নামায শেষ করিয়াই নিজেকে যেক্‌র হইতে অবসর প্রাপ্ত মনে করা যাইবে না; বরং সদাসর্বদা যেক্‌রের মধ্যে মশ্‌গুল থাকিতে হইবে।

৫। اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ۝ اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ — الاية

"নিশ্চয়, আসমান ও জমিনের সৃষ্টি কার্যের এবং রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনের মধ্যে সে সমস্ত জ্ঞানবান লোকের জন্য নিদর্শনসমূহ রহিয়াছে, যাহারা আল্লাহ্ তা'আলার যেক্‌র করে".....,ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রমাণ গ্রহণ শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারেও যেক্‌রের দখল রহিয়াছে। তাহা এইরূপে যে, যেক্‌রের ফলে বুদ্ধির মধ্যে জ্যোতির আবির্ভাব হয়। সেই জ্যোতির বদৌলতে প্রমাণ গ্রহণে ভুল করা হইতে বুদ্ধি সুরক্ষিত থাকে। পূর্বোক্ত ৩৫টি আয়াতের পরে এই পরিশিষ্টের মধ্যে এই আয়াতগুলি যোগ করার ফলে "চেহেল আয়াত" অর্থাৎ ৪০টি আয়াত পূর্ণ হইয়া গেল।

॥ সংকলনকারীর নিজস্ব সংযোগ ॥

আল্লাহ্ জানেন, ওয়াযের মধ্যে ما تصنعون বাক্যটির ব্যাখ্যা কেন করা হয় নাই। এমন কি পূর্ববর্তী বাক্যের সহিত উহার যোগ-সূত্রও বর্ণনা করা হয় নাই। সুতরাং সংক্ষেপে আমি তাহা বর্ণনা করিতেছি। এই বাক্যটির মধ্যে যেক্‌রুল্লাহ্‌র প্রণালী বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ এই বিষয়টিকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখিতে হইবে যে, "আমার যাবতীয় কার্য সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা অবগত আছেন।" এই ধ্যান সর্বদা অন্তরে জাগ্রত থাকিলে আল্লাহ্‌র যেক্‌র অতি সহজেই হাছিল হইয়া যাইবে এবং ইহাতেই যাবতীয় আমলের পূর্ণতা সাধিত হইবে। কেননা, আমাদের

www.BANGLAKITAB.com

সমস্ত কার্যের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়ার ইহাই একমাত্র কারণ যে, আমরা না বুঝিয়া না ভাবিয়াই সমস্ত কার্য করিয়া থাকি। আমরা যদি একথা চিন্তা করিয়া কাজ করি যে, আমরা কিরূপ কাজ করিতেছি তাহার সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলা জানিতে পাইতেছেন, তবে কাজ আমাদের দ্বারা অতি সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইবে। আর এই ধ্যান দৃঢ় হইয়া গেলে গুনাহের কাজ হইতে দূরে সরিয়া থাকা সহজ হইয়া যাইবে। এখান হইতে ইহাও বুঝা গেল যে, শুধু মুখের যেক্‌র প্রকৃত যেক্‌র নহে; বরং ইহা অন্য বস্তু যাহা আল্লাহ্ তা'আলার এল্‌মের মোরাকাবা দ্বারা হাছিল হইয়া থাকে। মোরাকাবা এইরূপেও হইতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের আ'মল সম্বন্ধে অবগত আছেন। কাজে ত্রুটি করিলে তিনি শাস্তি প্রদান করিবেন, কিংবা এইরূপেও হইতে পারে যে, মাহ্‌বুব আমার এবাদত সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল আছেন এবং তিনি এই অবস্থায় আমার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন। ইত্যাদি, ইত্যাদি—

---

www.BANGLAKITAB.com

আখেরুল আ'মাল

হিজরী ১৩৩৬ সনের ২০ শে রবিউল আউয়াল, মোতাবেক ১৯১৮ ইংরেজী ৪ঠা জানুয়ারী রোজ শুক্রবার, কানপুর জামে মসজিদে, প্রায় দুই হাজার শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া, শেষ আ'মল সম্বন্ধে হযরত থানভী (রহঃ) এই ওয়ায করিয়াছিলেন। দুই ঘণ্টা তেইশ মিনিটে ওয়াযটি সমাপ্ত হয়। মোহাম্মদ মোস্তফা বিজ্‌নৌরী ছাহেব উহা লিপিবদ্ধ করেন।

o

আ'মলের নামই দ্বীন। রিয়াযত, মুজাহাদা বা সাধনার নাম দ্বীন নহে। অবশ্য সাধনা আ'মলের জন্য প্রাথমিক কর্তব্য। সাধনা ও পরিশ্রমের শেষ আছে, আ'মলের শেষ নাই। সুতরাং ধর্ম-কর্মের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা কোন সময়েই বন্ধ হওয়া উচিত নহে।

●

خطبۂ ماثورہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٭

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ -

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ - وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ -

www.BANGLAKITAB.com

॥ উপক্রমণিকা ॥

পরশু দিন বুধবারের রাত্রিকালের ওয়াযে আমি যে আয়াতগুলি পাঠ করিয়াছিলাম এই আয়াতটি উহাদের মধ্য হইতে একটি। উক্ত আয়াতগুলির ভাবার্থের সাহায্যে একটি বিষয় প্রমাণ করা হইয়াছিল এবং উহাদিগ হইতে অন্য একটি বিষয় আবিষ্কার করা হইয়াছিল যে, আ'মলের মধ্যে কতক প্রাথমিক এবং কতক আন্তিক। উক্ত ওয়াযে প্রাথমিক স্তরের বিষয়টি নির্দিষ্ট করিয়াও বলা হইয়াছিল যে, উহা তওবা। আমি উহা কিতাবী ও যৌক্তিক প্রমাণের সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছিলাম। আর ইহা বলিয়াছিলাম যে, ইহার চেয়ে অধিক বর্ণনা করার জন্য এই মজলিস যথেষ্ট নহে, কাজেই আমি অক্ষম। শুধু প্রাথমিক কার্য সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি। এতদ্ভিন্ন আরও একটি মজলিসের আশা করা গিয়াছিল, এই কারণেও শুধু একটি অংশ বর্ণনা করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলাম। আল্‌হামদুলিল্লাহ্, আজ সেই সুযোগ আসিয়াছে। আজ উক্ত আয়াতগুলির দ্বারা প্রমাণকৃত দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ আন্তিক আমলসমূহের বিবরণ পেশ করিতেছি। আর উক্ত ওয়াযে আমি একথাও বলিয়াছিলাম যে, আয়াতসমূহের দুইটি অংশের মধ্যে নির্দিষ্টরূপে একটিকে গ্রহণ করার মধ্যে একটি ভুলের সংশোধন করিয়া দেওয়া উদ্দেশ্য। তাহা এই যে, কোন কার্যের প্রাথমিক স্তর জানিয়া না লইলে, উহা শুদ্ধ করিয়া সমাধা করা যাইতে পারে না। কেননা, প্রাথমিক অংশ ভিত্তি-এর ন্যায়। যে দালানের ভিত্তি দুর্বল হয়, সে দালানের কোন নির্ভর নাই। দালানের বাহ্যিক সৌন্দর্য, নক্‌শা নমুনা প্রভৃতি সব কিছুই বেকার। উহার স্থায়িত্বের কোনই আশা নাই। এইরূপে এই আন্তিক স্তরের বর্ণনার একটি উদ্দেশ্য আছে, কোন বস্তুর অন্ত বা পরিণাম জানা না থাকিলে, উহার উন্নতি নির্ণয়ের কোন পথ থাকে না। অদ্য সেই আন্তিক স্তর সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

॥ তওবার গুরুত্ব ॥

এই প্রাথমিক স্তরের আ'মলটি নির্দিষ্টরূপে বলিয়া দিবার জন্য পূর্বে তেলাওয়াত কৃত আয়াতগুলির পোষকতায় নিম্নোক্ত আয়াতটিও পাঠ করিয়াছিলাম। উহাতে মুমেনদের গুণাবলী উল্লেখ রহিয়াছে ঃ

التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون
الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله *

'তওবাকারী, এবাদতকারী, প্রশংসাকারী, মসজিদে অবস্থানকারী, রুকূকারী, সেজ্‌দাকারী, ভাল কাজের আদেশকারী, মন্দকাজ নিবৃত্তকারী এবং আল্লাহ্‌র

www.BANGLAKITAB.com

নির্ধারিত সীমাসমূহ রক্ষাকারী, ইহাতে মুমেনের অনেকগুলি গুণের উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু তওবাকে সমস্ত গুণের উপর অগ্রবর্তী করা হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টতঃ পোষকতা পাওয়া যায় যে, তওবা যাবতীয় আ'মলসমূহের মধ্যে প্রথম। এই কারণেই তওবাকে এবাদতের উপরও অগ্রবর্তী করা হইয়াছে। অতঃপর সম্মুখের দিকের গুণগুলি এবাদতেরই ব্যাখ্যা, এইরূপে উক্ত আয়াতগুলির পোষকতায় এখন আরও একটি আয়াত মনে পড়িয়াছে। তাহাও এই বর্ণনার সঙ্গে যোগ করিয়া দিতেছি :

عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا من كن مسلمات

مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبت وابكارا -

"নবী যদি তোমাদিগকে তালাক দেন, তবে অচিরেই তাঁহার প্রভু তোমাদের পরিবর্তে তাঁহাকে দান করিবেন তোমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট বিবী মুসলমান, মুমেন, ফরমাঁ-বরদার, তওবাকারিণী, এবাদতকারিণী, রোযাদার, বিবাহিতা এবং কুমারী।" এখানেও দেখা যায়, তওবা গুণটিকে এবাদতের উপর অগ্রবর্তী করা হইয়াছে, উক্ত আয়াতগুলি এবং উহাদের পরিপোষক এই আয়াতসমূহ দ্বারা একথা সুন্দরভাবে প্রমাণিত হয় যে, তওবা সর্ব প্রকারের এবাদতের অগ্রবর্তী, সুতরাং তওবাই সর্বপ্রথম কর্তব্য।

॥ তওবার প্রয়োজনীয়তা ॥

ইহার অর্থ এই নহে যে, তওবা ছাড়া কোন এবাদত শুদ্ধ হইবে না। কখন কখন কেহ কেহ এরূপ ভুলে পতিত হইতে পারে যে, "গুনাহের কাজ তো আমি পুরাপুরি ছাড়িতে পারিতেছি না। আর গুণাহের কাজ হইতে তওবা করা ভিন্ন এবাদত শুদ্ধ হয় না। সুতরাং নামায পড়িয়া এবং রোযা রাখিয়া কি লাভ? অতএব, তাহাও ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। কেননা, আমি নামায-রোযা করিতে রহিলাম এবং তাহা শুদ্ধ হইল না, তবে বৃথাই কষ্ট করিলাম।" বরং তওবা সর্বপ্রথম কর্তব্য হওয়ার অর্থ এই যে, তওবা ভিন্ন এবাদত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। যেমন, আমি দৃষ্টান্ত দিয়াছিলাম যে, তওবার সহিত এবাদতের সম্পর্ক যেমন ভিত্তির সহিত দালানের সম্পর্ক। ভিত্তি মজবুত করা ব্যতীত দালান নির্মাণ তো করা যাইতে পারে, কিন্তু উহার অবস্থা এইরূপ হইবে যে, একবারও সামান্য কিছু ব্যাপার ঘটিলে, একটু অতিরিক্ত বৃষ্টি হইলে, কিংবা একটু ভূমিকম্প আসিলে সমস্ত দালানটি এক মুহূর্তে বিনাশ হইয়া যাইবে। এই ব্যাপক ভুল ধারণা সংশোধনের জন্যই এসম্বন্ধে বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল যে, মানুষ এবাদতে বেশ চেষ্টা করে এবং উহা দেখিয়া মনে মনে সন্তুষ্টও হয়; কিন্তু ভিত্তি দৃঢ় ও মজবুত করে না, এই কারণে কোন কোন সময় তাহাদের এবাদতের উপর এমন এক

www.BANGLAKITAB.com

বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয় যে, উহার ফলে সমস্ত এবাদত নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। তখন আক্ষেপ হয় যে, হায়! কি করিলাম, সারা জীবন চেষ্টা করিলাম, কিন্তু এই কি হইল?" অনিয়মে চেষ্টা করিলে এরূপ দশাই হইয়া থাকে, ইহা একটি মোটা কথা। দালানের ভিত্তি পূর্ণরূপে মজবুত না করিয়া যদি উহার উপরের গাঁথুনীর কাজে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয় এবং উত্তম উত্তম মসলা লাগান হয়, তবে, উহা কখনও ভূমিকম্পের ঝাঁকুনী সহ্য করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় না এবং এই দালানের পরিণাম আফসুস ও আক্ষেপ জনক হওয়ার আশঙ্কা অবশ্যই থাকে।

মোটকথা, 'পূর্ণরূপে তওবা করিয়া নিষ্পাপ না হওয়া পর্যন্ত কোন এবাদতই করা উচিত নহে' এরূপ ধারণা করা নিতান্ত ভুল। ইহা নাফ্‌সের ধোকা মাত্র। এই বাহানায় সে এবাদত হইতেও নিবৃত্ত রাখিতে চায়। গুনাহ্‌র কাজে তো লিপ্ত ছিলই, এখন এবাদত হইতেও বঞ্চিত থাকুক। তওবার প্রয়োজনীয়তার অর্থ এই যে, অন্যান্য আ'মলের সহিত তওবাও করা উচিত। ইহা হইতে অমনোযোগিতা কেন হইবে? যাহা হউক, তওবার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং এই আয়াতটি দ্বারা উহার পোষকতাও করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আরও পোষকতার জন্য এখন এই শেষোক্ত আয়াতটিও মনে পড়িল। তবে (عسى ربه ان طلقكن الاية) আয়াতটির উপর একটি প্রশ্ন হইতে পারে।

॥ ঈমান ও আ'মলের সম্পর্ক ॥

তাহা এই যে, تائبات (তওবাকারিণী) শব্দটিকে عابدات (এবাদতকারিণী) শব্দের উপর অগ্রবর্তী করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, তওবা এবাদতের চেয়ে অগ্রবর্তী, কিন্তু তওবা যাবতীয় আ'মলের অগ্রবর্তী হওয়া এই আয়াত হইতে বুঝা যায় না। কেননা, উহার পূর্বেও আরও কয়েকটি শব্দ রহিয়াছে مسلمات - مؤمنات - قانتات এই পর্যায়ক্রমিক উল্লেখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা যাইতে পারে যে, চতুর্থ পর্যায়ে তওবার স্থান। তওবা যাবতীয় আ'মলের অগ্রবর্তী তখনই বুঝা যাইত যখন التائبون الخ। আয়াতের ন্যায় এখানেও সমস্ত গুণাবলীর উপর التائبات শব্দটি অগ্রবর্তী করা হইত।

ইহার উত্তর খুবই স্পষ্ট, কেননা, উক্ত ওয়াযে স্পষ্টরূপে বলিয়া দিয়াছিলাম যে, তওবা সর্বপ্রাথমিক আ'মল হওয়ার অর্থ ঈমান এবং ইস্‌লাম ভিন্ন আর সমস্ত আ'মলের উপর তওবা অগ্রবর্তী। ঈমান এবং ইস্‌লাম যে সর্ববিধ আ'মলের চেয়ে অগ্রবর্তী কর্তব্য তাহা অনস্বীকার্য কথা। কেননা, যাবতীয় নেক আমল শুদ্ধ ও গ্রহণীয় হওয়ার জন্য প্রথমে ঈমান ও ইস্‌লাম থাকা শর্ত। যাবতীয় আ'মল যত সুন্দর এবং যত ভালই হউক না কেন ঈমান ও ইসলাম ভিন্ন উহাদের অবস্থা ঠিক তদ্রূপই হইবে যেমন কোন একজন রাজবিদ্রোহী লোক প্রজা সাধারণের যথেষ্ট সেবা করিতেছে। সমাজ হিতকর

www.BANGLAKITAB.com

বড় বড় কাজ করিতেছে। জন সাধারণের হিতার্থে প্রচুর পরিমাণে চাঁদা দিতেছে। দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি সঙ্কটকালে খুব সাহায্যও করিতেছে। কিন্তু সে রাজদ্রোহী বলিয়া তাহার এসমস্ত জনহিতকর কার্য সবই নিষ্ফল। বিদ্রোহ ত্যাগ পূর্বক গভর্ণমেণ্টের অনুগত না হওয়া পর্যন্ত তাহার এসমস্ত জনহিতকর কার্যের কোনটিই গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টিতে অনুমোদনীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

এইরূপে ঈমান ও ইস্‌লামের অবস্থা উহাদের ছাড়া কোন আ'মলই শুদ্ধও হইতে পারে না, নূরানিয়াত (জ্যোতি) উৎপন্ন হওয়া তো দূরেরই কথা। এই আয়াতে تائبات শব্দের পূর্বে তিনটি শব্দ অগ্রবর্তী রহিয়াছে। مسلمات - مؤمنات এবং قانتات প্রথম দুইটি শব্দ অর্থাৎ, مسلمات ও مؤمنات কে অগ্রবর্তী করার কারণ তো আমার উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারাই পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিয়াছেন। এখন সন্দেহ রহিল শুধু قانتات শব্দের মধ্যে। ইহার উত্তর এই যে, একটি বিশেষ কারণে قنوت অর্থাৎ, আনুগত্যকে তওবার উপর অগ্রবর্তী করা হইয়াছে। কেননা, তওবা শব্দের অর্থ কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া। আর আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা ভিন্ন অনুতাপ আসিতে পারে না। কেননা, যে পর্যন্ত নম্রতা, অবনত হওয়া এবং অক্ষমতার ভাব মনে উৎপন্ন না হইবে, তখন পর্যন্ত কোন পাপ কার্যের জন্য অনুতাপ আসিবে না। আর قنوت এর অর্থও ইহাই বটে। অতএব, তওবা অর্থাৎ অনুতাপ সর্বদা আনুগত্যের পরেই হইবে। কাজেই যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, তওবা হাছিল হওয়ার জন্য কুনূত্ শর্ত। এই কারণে قانتات শব্দকেও এই আয়াতে تائبات -এর উপর অগ্রবর্তী করা হইয়াছে। অতএব, তওবা সমস্ত নেক আ'মলের চেয়ে অগ্রবর্তী হওয়ার সারমর্ম এই দাঁড়াইল যে, ইস্‌লাম ও ঈমান ছাড়া আর সমস্ত আ'মলের উপরই তওবা অগ্রবর্তী, তবে তওবার জন্য যেহেতু কুনূত্ অর্থাৎ আনুগত্য শর্ত; সুতরাং কুনূত তওবার উপর অগ্রবর্তী।

॥ ধর্মীয় চিন্তার অভাব ॥

পূর্ববর্তী মজলিসের ওয়াযের সারমর্ম এই ছিল যে, যাবতীয় আ'মলের পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য তওবা শর্ত এবং তাহাতে এই অভিযোগ করা হইয়াছিল যে, মানুষ সমস্ত কার্যের জন্যই চেষ্টা ও গুরুত্ব প্রদান করিয়া থাকে কিন্তু তওবার প্রতি গুরুত্ব দেয় না। নামায পড়ে, রোযা রাখে কিন্তু পাপ কার্যে লিপ্ত। হিংসা, পরনিন্দা, হারাম মাল, মিথ্যা, সংসারের মোহ, নাশোক্‌রী, বে-ছবরী মোটকথা, যাহেরী-বাতেনী সর্বপ্রকারের পাপ কার্যই আছে। এবাদতের সহিত এসমস্ত গুনাহের কাজ যেমন নাজাত প্রদান-কারী আ'মলের সহিত ধ্বংসকারী কার্যের সমাবেশ, আর স্বর্ণ-রৌপ্য ও হীরা জহরতের সহিত দংশনকারী বড় বড় বিচ্ছু এবং অজগরের সমাবেশ। ইহারা কোন সময় দংশন করিলে স্বর্ণ ও হীরা জহরত যথাস্থানে পড়িয়া থাকিবে, কোন কাজে লাগিবে না। হীরা

www.BANGLAKITAB.com

জহরত ও স্বর্ণ-রোপ্য তখনই কাজে আসিবে যদি উহাকে এসমস্ত দংশনকারী সাপ বিচ্ছু হইতে পৃথক করিয়া নিরঙ্কুশ করা যায়। অন্যথায় উহা কোন কাজেরই নহে। যাহার শরীরে শত শত সাপ-বিচ্ছু জড়াইয়া রহিয়াছে, ধন-দৌলত দ্বারা সে কি শান্তি লাভ করিতে পারে? তাহার চেয়ে সেই গরীব লোকই ভাল, যে গরীব অনাহারে আছে। কিন্তু তাহার দেহে কোন সাপ-বিচ্ছু জড়াইয়া নাই। কেননা, তাহার প্রাণ প্রতি মুহূর্তে বিপন্ন এবং শঙ্কাগ্রস্ত নহে।

পরশু দিনের ওয়াযের সারমর্ম ছিল এই বিষয়ের অভিযোগ যে, আ'মলের সঙ্গে উহার প্রাথমিক ও ভিত্তিক স্তর কেন নাই? অদ্য আ'মলের শেষ পরিণামের বিষয় বর্ণনা করিব। এই বর্ণনারও একটি পরিণতি এবং উদ্দেশ্য রহিয়াছে। তাহা হইল একথার অভিযোগ যে, দুনিয়ার কাজ আমরা এমন সুচারুরূপে করিয়া থাকি যে, শেষ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছা ব্যতীত ক্ষান্ত হই না; বরং উহার পরবর্তী পর্যায়কেও পূর্ণ করিয়া থাকি।

যেমন, বাড়ী প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলে শুধু ভিত্তি স্থাপন করিয়া ছাড়িয়া দেই না; দেওয়ালের গাঁথুনি করি, ছাদ পিটাই, চুনের আস্তর লাগাইয়া উহাকে পরিপাটি করি। উপরে বালাখানাও নির্মাণ করি। প্রত্যেক মৌসুমের উপযোগী বিভিন্ন প্রকারের কামরাও প্রস্তুত করি। গ্রীষ্মকালের জন্য আঁধার মাণিক, বর্ষাকালের জন্য বালাখানা, আর শীত কালের জন্য চুল্লী প্রভৃতি সর্ববিধ উপকরণ পূর্ণ করিয়া থাকি। বৈদ্যুতিক আলো এবং পাখারও ব্যবস্থা করি। প্রয়োজন পর্যন্তও নির্মাণ কার্য সীমাবদ্ধ থাকে না। ছাদ পিটানের এবং বালাখানা প্রস্তুত করার পরেও আবার ছাদের উপর চতুষ্পার্শস্থ পর্দার দেওয়ালকে উঁচু করিয়া দেই যেন কোন সময় ইচ্ছা হইলে ছাদের উপর খোলা বাতাসে শয়ন করিতে পারি। ইহার মধ্যেও আবার একটি কল্পিত প্রয়োজন আবিষ্কার করিয়া লওয়া হয় যে, এই দেওয়ালটি এদিকে দৃষ্টি করার প্রতিবন্ধক হইয়া পড়িয়াছে। কোন সময় প্রতিবেশীদের সহিত কথাবার্তা বলার প্রয়োজনও হইতে পারে। কিংবা অধিক বাতাসের প্রয়োজনও হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে উক্ত দেওয়ালে জানালারও ব্যবস্থা করি।

মোটকথা, বাড়ী প্রস্তুত করার সময় দূর হইতে দূরবর্তী প্রয়োজনের প্রতিও লক্ষ্য রাখি এবং সেকারণে উহাকে সর্বাঙ্গীন পূর্ণ করিয়া থাকি। যেখানে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ব্যবস্থা আছে, সেখানে বৈদ্যুতিক আলো এবং বৈদ্যুতিক পাখাও লাগাইয়া থাকি, পানির পাইপও বাড়ীতে আনয়ন করি। ইহাতেও বাড়ীর কাজ সম্পূর্ণ হইল না; বরং সদাসর্বদা ইহাতে কিছু না কিছু সংস্কার এবং সংযোগ করিতেই থাকি, এমনকি, সারা জীবন ব্যাপিয়া এই কাজেই লাগিয়া থাকি। কাজ কখনও শেষ করি না। সামান্য কিছু ত্রুটি হইয়াছে টের পাইলে তাহা দূর করিয়া বাড়ীকে

www.BANGLAKITAB.com

সর্বাঙ্গীন পূর্ণ করার জন্য সাধ্যানুযায়ী প্রস্তুত হইয়া যাই, তথাপি বাড়ীর নির্মাণ কার্য শেষ হইয়াছে দেখিতে পারি না, সর্বদা এই ধ্যানই মনে লাগা থাকে।

এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম-কর্মের পূর্ণতা সাধনের জন্য এরূপ অধ্যবসায় নাই কেন? ব্যস্! আমার শুধু এই অভিযোগ। ইহা হইতেই আমি বলি, ধর্মের জন্য মোটেই পরোয়া নাই। দেখিয়া লউন, যেকাজের পরোয়া আছে উহার সহিত ব্যবহার কিরূপ? এই তো হইল মোটামুটি অভিযোগ।

॥ ধর্মীয় চিন্তার অবস্থা ॥

অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের দুই প্রকারের বেপরোয়া ভাব রহিয়াছে। প্রথমতঃ ভিত্তি-পর্যায়ের প্রতি কোন গুরুত্ব প্রদান করিতেছি না। যেমন, আমি পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি যে, তওবাই যাবতীয় ধর্ম-কর্মের ভিত্তি, অথচ সেই তওবার প্রতি আমাদের মনে কোন গুরুত্ব নাই; অতি অল্প লোকের মনেই তওবার প্রয়োজনীয়তা বোধ আছে।

দ্বিতীয়তঃ, কাজের প্রতি যদিও ভাল-মন্দ কিছু গুরুত্ব আছে, কিন্তু উহাতে উন্নতি লাভের চেষ্টা নাই। পরিমাণেও না প্রকারেও না, অবস্থায়ও নহে। যেমন, নামায পড়ে এবং রোযা রাখে। কিন্তু একবার তাহা যেমনটি আরম্ভ করিয়াছে বরাবর সেইরূপেই করিয়া যাইতেছে। যদি উহার জন্য আকর্ষণ ও অধ্যবসায় থাকিত, তবে শুধু ফরয এবং সুন্নত সমাধা করিয়াই ক্ষান্ত হইত না, নফল নামাযও পড়িত, নফল রোযাও রাখিত, কোরআন শরীফও তেলাওয়াত করিত। তাজ্‌বীদও কিছু কিছু মশ্‌ক্ করিত। দালায়েলুল্ খায়রাতও পড়িত, মুনাজাতে মাক্‌বুলের মঞ্জিলও আরম্ভ করিয়া দিত, হেযবুল বাহারও পড়িত, তাস্‌বীহে ফাতেমীও হইত। কোন না কোন ওযীফা পড়িত, (ধর্মের উন্নতির জন্য ওযীফা পড়াই এখানে উদ্দেশ্য। দুনিয়া হাছিল করার জন্য নহে। আজকাল অধিকাংশ লোক দুনিয়া হাছিলের জন্যই ওযীফা পাঠ করিয়া থাকে।) দোআও করিত। মোটকথা, যাহাকিছু জানিতে পারিত যে, ইহাও ধর্মের কাজ, উহাই গ্রহণ করিতে থাকিত। অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইত যেমন কোন কঠিন রোগী যে কোন চিকিৎসককে পায় তাহার নিকট হইতেই একটি ব্যবস্থা পত্র লিখাইয়া লয়। কোন ঔষধের অভিধান পাইলে এবং উহাতে কোন ব্যবস্থা পত্রের বিবরণ দেখিলে তাহাই লিখিয়া লয় এবং داشته بکار آید "রক্ষিত বস্তু সময়ে কাজে লাগে" মনে করিয়া নিজের নিকট রাখিয়া দেয়। এমনকি, কোন ঔষধ বিক্রেতার নিকট হইতে কোন ব্যবস্থা-পত্রের কথা শুনিলে তাহাও স্মরণ করিয়া রাখে। রোগ নিরাময়ের চিন্তায় তাহার (ধ্যান লাগিয়া থাকে এবং বলে, جوینده یابنده "অন্বেষণকারীই পায়"—বিচিত্র কি? এমনও হইতে পারে যে,

www.BANGLAKITAB.com

এইরূপে ব্যবস্থা-পত্র সংগ্রহ করিতে করিতে এক দিন হয়ত কোন পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা-পত্রই পাওয়া যাইবে এবং তখন রোগ দূরীভূত হওয়ার সময়ই হয়ত আসিয়া যাইবে। ইহাকেই বলে ধুন্ বা আকর্ষণ।

ধর্ম-কর্মে কোথাও ইহার নামচিহ্ন পর্যন্ত নাই। তবে কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, ধর্মের পরোয়া আছে? এই তো হইল পরিমাণে উন্নতি করার অবস্থা। আর অবস্থা বা রকমের উন্নতি এই যে, যেমন বাড়ী নির্মাণ করা হয়, এবং পরিমাণে ও সংখ্যায় উহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ, যতটি কামরা উহাতে হওয়ার প্রয়োজন ছিল তাহা সমস্তই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। গোসলখানা, পায়খানা, বৈঠকখানা, কোঠরী, বাবুর্চিখানা সবকিছু। কিন্তু এসমস্ত নির্মাণ করিয়াও ক্ষান্ত হয় না, আবার এইগুলির মধ্যে চুন-বালুর আস্তর করা হয়। ব্রাশ দ্বারা সাদা মাটির পোঁচ্‌রা দেওয়া হয়। কিংবা কালাই করা হয় এবং ইহাকেও কোন সাধারণ স্তরে মনে করা হয় না; বরং এই অবস্থার সংশোধন ও উন্নতি সাধনের প্রতি খাছ্‌ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এমন কি, ইহার জন্য কোন কোন সময় মূল দালানের গাঁথুনীর কাজেও সংশোধন করিয়া লওয়া হয়। যেমন, কোন কামরা নির্মিত হওয়ার পরে দেখা গেল যে, আলো কম হইতেছে, যদিও তাহা প্রয়োজন নির্বাহের জন্য যথেষ্ট, তথাপি দেওয়াল ভাঙ্গিয়া জানালা করিয়া দেওয়া হয় এবং বলে, ইহার যথেষ্ট অভাব ছিল, আলো তো ছিলই না। ইহাকে বলা হয়, অবস্থা বা রকমের উন্নতি। আমরা কাহাকেও দেখি নাই যে, এই জানালা খোলার ব্যাপারে সাহস বা উদ্যম হারাইয়াছে এবং মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিয়াছে যে, প্রয়োজন নির্বাহের উপযোগী সমস্ত কাজ তো হইয়াই গিয়াছে। একটি জানালা না হইলে আর কী ক্ষতি হইবে? আর ধর্ম-কর্মের অবস্থা এই যে, নামায পড়া হইতেছে কিন্তু খোদা-ভীতি নাই। কাহারও মনে এরূপ কল্পনা হয় না যে, ইহার জন্যও চিন্তা করি, কিংবা রোযা রাখিয়া আসিতেছি কিন্তু রোযা অপবিত্র হইতেছে, পরনিন্দা এবং হারাম মাল হইতে নিবৃত্ত থাকা হয় না। এরূপ কল্পনা হয় না যে, রোযাকে পাক করিয়া লই। কিংবা এতটুকু খেয়ালও হয় না যে, নামাযে قل هو الله সূরা পাঠ করি। উহাকে কোন একজন ক্বারীর নিকট সংশোধন করিয়া লই। ইহা হইতেছে অবস্থার উন্নতি।

॥ ধ্যান-ধারণার আবশ্যকতা ॥

আল্লাহ্‌র বান্দা খুবই কম—যাহাদের ধর্ম-কর্মের জন্য ধ্যান আছে। ধ্যান শব্দে একটি কথা মনে পড়িল, আমার প্রাথমিক কিতাবসমূহের একজন ওস্তাদ ছিলেন। তাঁহার মনে দুইটি বস্তুর ধ্যান ছিল। এক ধ্যান ছিল কিতাবের। আট দশ

www.BANGLAKITAB.com

দশ টাকা মাহিনায় চাক্‌রী করিতেন, অথচ তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ আলেম এবং কামালিয়াতবিশিষ্ট বুযুর্গ, কিন্তু অল্পতে সন্তুষ্ট থাকিতেন। আট দশ টাকায় তাঁহার জীবিকা নির্বাহ হওয়াই ছিল কষ্টকর। কিন্তু কিতাব সংগ্রহের এমন আগ্রহ ছিল যে যে কিতাবই যেখানে পাইতেন, নিজের খাদ্য-ব্যয় সংকুচিত করিয়া এবং অনাহারে থাকিয়া সেই কিতাব অবশ্যই সংগ্রহ করিতেন। তাঁহার এন্তেকালের পর তাঁহার গৃহ হইতে তিন সহস্র টাকা মূল্যের কিতাব বাহির হইল। আর তাঁহার লেখারও আগ্রহ ছিল যথেষ্ট। যদিও চোখে কম দেখিতেন, তথাপি চক্ষুর সহিত কাগজ মিলাইয়া লিখিতেন। এই অবস্থায়ও তিনি অনেক কিতাব লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহারই জনৈক আত্মীয় বলিয়াছেন, তাঁহা কর্তৃক এক রাত্রে লিখিত একটি গুলেস্তাঁ কিতাবের কপি তাঁহার কুতবখানায় পাওয়া গিয়াছে—(ইহা কারামত বটে)। দেখুন এক মাত্র ধোন বা মোহের বদৌলতেই একজন আট দশ টাকার চাক্‌রীজীবি তিন সহস্র টাকা মূল্যের কিতাব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার আর একটি মোহ ছিল—এল্‌ম হাছিল করার। যেখানেই কোন পূর্ণ জ্ঞানী ব্যক্তির সংবাদ শুনিতে পাইতেন সেখানেই যাইয়া পৌঁছিতেন। তিনি মাওলানা আহ্‌মদ আলী সাহারানপুরীর নিকট হাদীসের সার্টিফিকেট লইতে গেলেন, অথচ হাদীসের সার্টিফিকেট তাঁহার নিজেরও হাছিল ছিল। কেননা, তিনিও একজন আলেম ছিলেন। কিন্তু বরকত লাভের জন্য শ্রেষ্ঠতর আলেম হইতে উচ্চ পর্যায়ের সার্টিফিকেট লাভ করার আগ্রহ হইল। এখন সার্টিফিকেট কেমন করিয়া লাভ করিবেন? মাদ্রাসায় চাক্‌রী করিতেন, চাক্‌রী ত্যাগ করিলে সার্টিফিকেট লাভ করিতে পারেন, কিন্তু আগ্রহ ছিল আশ্চর্য ধরনের। আগ্রহই তাঁহাকে কাজের প্রণালী শিখাইয়া দিল। থানাভোয়ান হইতে সাহারানপুর চব্বিশ ক্রোশের পথ। তিনি এই উপায় করিলেন যে, মাদ্রাসার মাহিনা হয় ২৪ দিনের। কেননা, মাসের দিনের নিশ্চিত সংখ্যা উনত্রিশ। তাহা হইতে অন্ততঃ পক্ষে চারিটি শুক্রবার বন্ধের দিন বাহির হইয়া গেল। আর এক দিন গেল পরীক্ষা গ্রহণের। উনত্রিশ দিন হইতে পাঁচ দিন বাহির হইয়া গেলে, ২৪ দিন রহিল। অতএব, মাওলানা এই উপায় বাহির করিলেন যে, শুক্রবারের ছুটি ভোগ করিতেন না এবং একাধারে ২৪ দিন পড়াইয়া মাসের কর্তব্য সমাধা করিতেন এবং সে সমস্ত সাপ্তাহিক ছুটি একত্রিত করিয়া মাসের শেষভাগে ভোগ করিতেন। এই ছয় দিনের মধ্যে আসা-যাওয়ায় ২ দিন, বাদ বাকী ৪ দিন সাহারানপুরে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। এইরূপে কয়েক মাস পর্যন্ত পড়িয়া অবশেষে সার্টিফিকেট লাভ করিলেন। ইহাকেই বলে ধোন বা মোহ। যাহার মনে ধোন হয় সে কাজ সম্পন্ন করিয়াই ফেলে।

এই ঘটনা হইতে মাওলানার নিজত্ববোধ শূন্যতা এবং নম্রতা কি পরিমাণ বুঝা গেল। একজন যোগ্য আলেম হওয়া সত্ত্বেও আবার তালেবে এল্‌ম হইলেন।

www.BANGLAKITAB.com

আজকাল আমরা একটু তরজমা করিতে পারিলেই আর তালেবে এল্‌ম হওয়া পছন্দ করি না। কাহারও সম্মুখে কিতাব ধরিয়া পড়া বলিয়া লওয়া তো দুরের কথা, কোন মাস্‌আলা জিজ্ঞাসা করিয়া নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করিতেও লজ্জা বোধ হয়। ইহা তো আমার সম্মুখের ঘটনা।

আমি মাওলানার সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়ার পুর্ববর্তী কালেরও একটি ঘটনা আছে। তাহা এই যে, 'ঝান্‌ঝানা' নামক স্থানে হাফেয আবদুর রায্‌যাক নামে এক বুযুর্গ লোক ছিলেন। তিনি মস্‌নবী কিতাবেরও হাফেয ছিলেন। তিনি মাওলানা এলাহি বখশ্‌ ছাহেব হইতে ফয়েয প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যিনি ছিলেন 'খাতেমে মস্‌নবী' বা মস্‌নবীর সম্পূরক অর্থাৎ মসনবীর অবশিষ্টাংশ রচনা করেন। তিনি মাওলানা রূমীর রূহ হইতে ফয়েয লাভ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, মাওলানা এলাহি বখশ্‌ ছাহেবের নিকট যাইয়া হাফেয আবদুররায্‌যাক ছাহেব শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। হাফেয ছাহেব মস্‌নবীর এত আশেক ছিলেন যে, যাহাকে পাইতেন তাহাকেই মস্‌নবী পড়াইতে প্রস্তুত হইয়া যাইতেন এবং নিজে মানুষকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেন: "মস্‌নবী পড়িয়া লও।" এমন কি 'কারীমা' কিতাব পড়ুয়া ছেলেদিগকেও বলিতেন: "মিঞা! মস্‌নবী পড়িয়া লও। কারীমা যেমন সহজে পড়িতেছ, মস্‌নবীও তেমনি সহজেই পড়িবে। মস্‌নবী কিতাব এমন কি কঠিন? মোটকথা, তিনি মসনবী কিতাবের বিখ্যাত ওস্তাদ ছিলেন। আমাদের পীর হযরত হাজী ছাহেব এবং তাঁহার বিবি ছাহেবা উভয়ে এই হাফেয ছাহেবের নিকটই মসনবী শরীফ পড়িয়াছিলেন। আমার ওস্তাদ উক্ত মাওলানা ছাহেবও উক্ত হাফেয ছাহেবের খেদমতে মসনবী পড়িবার জন্য ঝান্‌ঝানায় যাইতেন এবং সমগ্র মসনবী শরীফ তাঁহারই নিকট পড়েন। প্রতি বৃহস্পতিবার দ্বিপ্রহরে মাদ্রাসা ছুটি দিয়া যাত্রা করিতেন এবং ঝান্‌ঝানার কোন কবরস্থানে কিংবা মসজিদে রাত্রি যাপন করিতেন। (আহা! আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের কেমন বিচিত্র জীবন! এত বড় এজকন কামেল লোক হইয়াও নিজের কামালিয়াত কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না, শুধু নিজের কাজেই ব্যস্ত থাকিতেন।) এইরূপে রাত্রি যাপন করিয়া শুক্রবার দিন প্রাতঃকাল হইতে আছরের সময় পর্যন্ত একাধারে মসনবী পড়িতেন। মাঝখানে কেবল জুমআর নামাযের জন্য উঠিতেন। এতদ্ভিন্ন সর্বক্ষণ ওস্তাদ শাগে্‌রদ উভয়ে সবক পড়ার মধ্যেই মশ্‌গুল থাকিতেন এবং আছরের নামায পড়িয়া ফিরিতেন। অতঃপর থানাভোয়ান পৌঁছিয়া এশার নামায পড়িতেন। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া এইরূপে পড়িয়া অবশেষে মস্‌নবী শরীফ খতম করেন। শেষ হওয়ার কাছাকাছি সময়ে হযরত হাফেয ছাহেব বলিলেন: এখনও মসনবী কিতাবের অনেকটা বাকী রহিয়াছে। মাদ্রাসা হইতে কিছু দিনের ছুটি লইয়া ইহা শেষ করিয়া ফেল। ফলতঃ তিনি মাস-দেড় মাসের ছুটি লইয়া হাফেয ছাহেবের নিকট থাকিয়া মসনবী শরীফ খমত করিলেন।

www.BANGLAKITAB.com

মসনবী শরীফ খতম হওয়া মাত্র হাফেয ছাহেবের এন্তেকাল হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি করার মধ্যে হাফেয ছাহেবের এই হেক্‌মত ছিল যে, তিনি নিজের মৃত্যু নিকটবর্তী বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের নিজ শাগেরদের প্রতি কি স্নেহ! কাজ পূর্ণ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

॥ মৃত্যুকালীন কষ্টের রহস্য ॥

আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ নিজেদের মুরীদানের সহিত অসীম মহব্বৎ রাখেন। এখান হইতেই একথার রহস্য বুঝা যায় যে, হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এন্তেকালের সময় অধিক কষ্ট কেন হইয়াছিল? কেহ কেহ মৃত্যুকালীন কষ্টকে নাপছন্দ করেন এবং উহাকে মন্দ লক্ষণ মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহার কোন ভিত্তি নাই। এই কারণেই তত্ত্ববিদগণ বলিয়াছেন যে, মৃত্যু কালীন কষ্টের ভিত্তি দৃঢ় মহব্বত ও সম্পর্কের উপর স্থাপিত। দৈহিক সম্পর্কই হউক কিংবা রূহানী সম্পর্কই হউক। দৈহিক সম্পর্কের অর্থ—যাহার মধ্যে মৌলিক আর্দ্রতা অধিক পরিমাণ রহিয়াছে—যেমন শিশুদের মধ্যে এবং পাহ্‌লোয়ানদের মধ্যে দেখিয়া থাকিবেন—শিশুদের মৃত্যু কালে এই কারণেই কষ্ট অধিক হইয়া থাকে, অথচ তাহারা এখন পর্যন্ত কোন গুনাহ্‌র কাজই করে নাই। যক্ষ্মা রোগে যাহার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে মৃত্যুকালে তাহার কষ্ট আদৌ হয় না। তাহার শরীরে রস বলিতে কিছুই থাকে না। সংসার বিরাগী লোকদের মৃত্যুকালীন কষ্ট কম হইয়া থাকে, চাই কি তাহারা নেককারই হউক কিংবা বদকার। কেননা, তাহাদের রূহানী সম্পর্ক বলিতে কিছুই নাই, আর আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম যেহেতু উম্মতবৃন্দের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে রূহানী সম্পর্ক রাখেন, (ইহা স্নেহের সম্পর্ক; স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির সম্পর্ক নহে) এই কারণে মৃত্যুকালে তাঁহাদের অধিক কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।

॥ জনসেবার গুরুত্ব ॥

এই উদ্দেশ্যে আম্বিয়ায়ে কেরাম মানুষের হিত সাধনের জন্য বাঁচিয়া থাকা পছন্দ করিয়াছেন। এইরূপে কোন কোন ওলীআল্লাহ্‌ও নিজের মুরীদানের সহিত রূহানী স্নেহের সম্পর্ক রাখিতে থাকেন। মুরীদানের ক্ষতি চিন্তা করিয়া মৃত্যুকালে তাঁহাদেরও কষ্ট হইয়া থাকে। অবশ্য কোন কোন ওলীআল্লাহ্‌ এই সম্পর্ক হইতে মুক্তও থাকেন, যেমন মাওলানা আহ্‌মদ জাম বলেন:

احمد تو عاشقی بمشیخت ترا چہ کار + دیوانہ باش سلسلہ شد شد لہ شد نہ شد

'আহ্‌মদ! তুমি আশেক, পীরী-মুরীদীর সহিত তোমার কি কাজ? পাগল হও, পীরী-মুরীদী সম্পর্ক চালু হউক বা না হউক।'

www.BANGLAKITAB.com

আবার কেহ কেহ যাহাদের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, মানুষের সেবায় খুব মত্ত থাকেন, তাঁহারা এইরূপ বলেন :

طریقت بجز خدمت خلق نیست + بہ تسبیح و سجادہ و دلق نیست

"মানুষের খেদমত ব্যতীত তরীকত কিছুই নহে। তাস্‌বীহ, মুছল্লা এবং তালি দেওয়া দরবেশী পোশাকের নাম তরীকত নহে।" এতদুভয় প্রকারের ওলীর মধ্যে তাঁহারাই অধিক কামেল যাঁহাদের অবস্থা আম্বিয়ায়ে কেরামের সদৃশ। কেননা, আম্বিয়ায়ে কেরামও কামেলই ছিলেন। দেখুন, আহ্‌মদ জাম তো বলিয়া দিয়াছেন, بہ مشیخت ترا چہ کار "মুরীদ মু'তাকেদে তোমার কি কাজ?" কিন্তু হুযুর (দঃ) তো এরূপ বলিতে পারেন না। কেননা, মানুষের হিত সাধনে তাঁহার তো এত মহব্বৎ ছিল যে, সে সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন : لعلك باخع نفسك ان لا يكونوا مؤمنين অর্থাৎ, "আপনি সম্ভবতঃ এই দুঃখেই প্রাণ দিয়া দিবেন যে, তাহারা ঈমান আনিতেছে না।" ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, হুযুর (দঃ) মানুষের হিত সাধনের জন্য এত অনুরক্ত ছিলেন যে, নিজ জানেরও পরোয়া করিতেন না। মোটকথা, হুযুর একথা বলেন নাই যে, ইহারা চুলোয়ে যাউক। ঈমান আনুক বা না আনুক তাতে আমার কিআসে যায়? এইরূপে কামেল লোকেরা নিজেদের মুরীদানকে অত্যধিক ভালবাসেন। তাহাদের হিত সাধনের কোন পন্থাই বাকী রাখেন না। অতএব হাফেয ছাহেব আমার ওস্তাদ মাওলানা ছাহেবকে ছুটি লইয়া মসনবী শরীফ খতম করার যে পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহাও এই মহব্বতের কারণেই ছিল। ফলতঃ, তিনি মসনবী কিতাব শেষ করিয়া নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন।

॥ আগ্রহের ফল ॥

এই কাহিনীটি এই জন্য বর্ণনা করিলাম যেন আপনারা অনুমান করিতে পারেন আগ্রহ কাহাকে বলে। এইরূপে কিতাব সংগ্রহ করাও মাওলানার অতিশয় আগ্রহ ছিল। এমন নহে যে, বিশেষভাবে সে-সমস্ত কিতাবে তাঁহার কোন প্রয়োজন ছিল। যেমন, তিনি একবার খুব মূল্যবান কিতাব আনাইলেন এবং আনন্দের সহিত আমাকে বলিলেন : "নাও, তুমি ইহা পাঠ করিও।" সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত কিতাবটি তিনি আমাকে দিয়া দিলেন। কেহ কেহ বলিয়া উঠিল, আপনি নিজে যখন খুলিয়াও দেখেন নাই, তবে কিতাব খরিদ করার এত শওক্ কেন? তিনি বলিলেন, কি বলিব, ইহা আমার একটি শওক্। যেমন, কোন কোন লোকের ঘুড়ি উড়াইবার অভ্যাস থাকে। কাহারও বা মোরগের লড়াই খেলার বদভ্যাস থাকে। তদ্রূপ আমারও কিতাব সংগ্রহের শওক্ বা ঝোঁক। কেহ বলিল : "অনেক কিতাব সংগৃহীত হইয়া গিয়াছে। এত কিতাব হেফাযৎ করাও কঠিন। ছিঁড়িয়া ফাঁড়িয়া যাওয়া ছাড়া আর এগুলি দ্বারা কি কাজ হইবে?"

www.BANGLAKITAB.com

তিনি বলিলেন : কিতাব এমন বস্তু যে, যেখানে যাইবে সেখানেই কাজ করিবে। মোটকথা, ঝোঁক বা শওক্ ইহাকেই বলে। অতএব বলুন, কোন আল্লাহ্‌র বান্দার মনে ধর্মের পূর্ণতা সাধনের জন্যও ঝোঁক বা শওক্ আছে কি ?

এইরূপে উক্ত মাওলানা ছাহেব কেরাআত শিখিবার জন্য খুব আগ্রহান্বিত হইয়া পানিপথ যাইয়া পৌঁছিলেন এবং মাসের পর মাস ধরিয়া তথায় পড়িয়া রহিলেন। অথচ জীবিকা নির্বাহের কোন উপকরণ সঙ্গে ছিল না। বিচিত্র ব্যাপার! মাওলানার এমন বিরাট ব্যক্তিত্ব। কিন্তু বাহ্যিক জাঁকজমক ও আড়ম্বর কিছুই নাই। কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসাও করিল না। কাজেই খাওয়া লওয়ায় তাঁহার বেশ কষ্ট হইতে লাগিল। খোদার মহিমা, মহল্লায় একজন লোক মারা গেল। সেখানে নিয়ম ছিল—কেহ মারা গেলে ৪০ দিন যাবৎ কোন একজন গরীব লোককে খাওয়ান হইত। সেই খানা মাওলানার জন্য আসিতে লাগিল। এক 'চিল্লা' পর্যন্ত তাঁহার খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়া গেল। এই চিল্লা শেষ না হইতেই আর একজন লোক মারা গেল। আবার ৪০ দিনের আহারের ব্যবস্থা হইয়া গেল। দ্বিতীয় চিল্লা শেষ না হইতে আবার একজন মৃত্যু মুখে পতিত হইল। মোটকথা, তাঁহার রুটির ব্যবস্থা হইতে লাগিল। কারী ছাহেব মহল্লার লোকদিগকে বলিলেন : এই লোকটির খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দাও। অন্যথায় তিনি গোটা মহল্লাই খাইয়া ফেলিবেন। লোকে তাঁহার খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুও বন্ধ হইয়া গেল। অভাবী লোককে দান করিতে কখনও ত্রুটি করিবে না। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি খারাব ধারণা পোষণ করিবে না। তিনি যাহা গ্রহণ করিবেন—উহার পরিমাণ পূর্ণ করিয়া লন। কেহ স্বেচ্ছায় দান না করিলে এইরূপে তিনি উশুল করিয়া লন। তবে স্বেচ্ছায় কেন দান করিবে না ?

মাওলানার আরও একটি ঘটনা আছে। তাহাও তাঁহার কিতাব সংগ্রহের শওক্ সম্বন্ধে। ডিপুটি নাসরুল্লাহ্ খাঁন নামে এক ব্যক্তি রঞ্জন শিল্প সম্বন্ধে একখানা কিতাব লিখিয়াছিলেন। উহার নাম দিয়াছিলেন : "নোমুউওস্‌সাব্বাগীন।" কিতাবটি মাওলানার দৃষ্টিগোচর হইতেই তিনি উহা নকল করিয়া লইলেন। উক্ত কিতাবটি মাওলানার কুতুব খানায় সংরক্ষিত ছিল। বেহেশ্‌তী জেওরের ১০ম খণ্ডে রং করার প্রণালীসমূহ আমি উহা হইতেই লিখিয়াছি। ইহা দেখিয়া কোন অজ্ঞ লোক বলিবে, মাওলানা বড় লোভী লোক ছিলেন, কিন্তু তাহা নহে। তাঁহার কাজকর্ম এবং জীবনযাপন প্রণালী হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এই কাজটিও তাঁহার দুনিয়ার উদ্দেশ্যে ছিল না। কেননা, তাঁহার কার্যাবলীর মধ্যে ধর্মভাবের প্রাবল্য এইরূপ ছিল যে, মাওলানা কখনও পা ছড়াইয়া শয়ন করিতেন না ; বরং জড়াইয়া সড়াইয়া পড়িয়া থাকিতেন। তিনি যেক্‌র ফেক্‌রও প্রচুর পরিমাণে করিতেন। অবস্থা এইরূপ

www.BANGLAKITAB.com

ছি...যে, আল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌ করিতে থাকিতেন। কেহ একটুখানি সজাগ হইয়া উঠিতেই মাওলানা চুপি চুপি শুইয়া পড়িতেন। তিনি যেক্‌র করিতেছেন বলিয়া যেন কাহারও নিকট প্রকাশ না পায়। আর কোন সময় ভাল খাদ্য প্রস্তুত হইলে তাহা ছাত্রদিগকে খাওয়াইয়া দিতেন এবং উদ্বৃত্ত সামান্য কিছু নিজে খাইতেন। এমন লোক সম্বন্ধে কেমন করিয়া ধারণা করা যায় যে, তিনি দুনিয়ার জন্য লোভী ছিলেন।

এই কাহিনীগুলি বলিলাম ধোন সম্বন্ধে। ধর্ম-কর্মের ধোন এরূপই হওয়া উচিত, তবেই উন্নতি লাভ হইবে। আর যাহারা উন্নতিকামী তাহাদের তো বিরতিই নাই। যেমন, ঘরবাড়ী নির্মাণের সৌখীন লোকদিগকে আপনারা দেখিতেছেন যে, সর্বদা তাহাদের ভাঙ্গা-গড়া লাগাই থাকে। কিন্তু ধর্ম-কর্মে এরূপ লোকের সংখ্যা অতি অল্প। যাহাদের মনে এরূপ ধোন চাপিয়া থাকে, ধর্মের প্রতি আগ্রহ না থাকার কারণেই তাহারা ধর্ম সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান রাখে না। ধর্মের এক একটি অংশকে এক একজন লইয়া বসিয়া আছে এবং এই ভাবিয়া সন্তুষ্ট আছে যে, আমরা 'দ্বীনদার'। কাহারও নামাযের জন্য আগ্রহ আছে, কিন্তু রোযা নাই। কেহ রোযা রাখে কিন্তু হজ্জ করে না। কোন সময় কল্পনাও করে না যে, আমার উপর হজ্জ ফরয। কেহ হাজীও হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু পরের হকের কোন পরোয়া নাই। পরের হক্‌কে অনেকে এরূপ মনে করে যে, ইহার সহিত ধর্মের কি সম্পর্ক? ইহা তো মানুষের পারস্পরিক ব্যাপার।

॥ দ্বীনদার লোকের পরিচয় ॥

ধর্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞানে আমাদের অবস্থা ঠিক সেইরূপ, যেমন অন্ধদের শহরে একবার একটি হাতী আসিয়া পড়িল। তাহা দেখিবার জন্য বহু অন্ধ আসিয়া একত্রিত হইল। চক্ষু তো তাহাদের ছিলই না, সকলে হাতড়াইয়া দেখিতে লাগিল। কাহারও হাত হাতীর পেটের উপর পড়িল, কাহারও বা লেজের উপর, কাহারও বা কানের উপর, কাহারও বা পায়ের উপর, কাহারও কোমরের উপর। অতঃপর সকলে একত্রিত হইলে একে অন্যকে হাতী দেখা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিল—হাতী কেমন ছিল? যাহার হাত শুঁড়ের উপর পড়িয়াছিল সে বলিল, হাতী সাপের মত, যাহার হাত লেজের উপর পড়িয়াছিল সে বলিল, হাতী খুব মোটা রজ্জুর মত। কেহ বলিল, হাতী তখ্‌তের মত। অপর একজন বলিল, না হাতী স্তম্ভের ন্যায়। ফলকথা, এই লইয়া তাহাদের মধ্যে খুব ঝগড়া বাধিয়া গেল।

চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে ইহাদের ঝগড়া ছিল শাব্দিক। সকলেই মিথ্যা বলিতেছিল এবং সকলেই সত্য বলিতেছিল। সত্যবাদী এই জন্য ছিল যে, তাহারা হাতড়াইয়া যাহা বুঝিতে পারিয়াছিল তাহাই বলিয়াছে। ইহাতে আবার মিথ্যা কিসের? আর মিথ্যাবাদী এই জন্য যে, হাতীকে সেই একটুখানি আকৃতির মধ্যে

www.BANGLAKITAB.com

সীমাবদ্ধ বলিয়া কেন মানিয়া লইল, যাহা তাহারা হাতড়াইয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল? অর্থাৎ, হাতীর একটি অংশকে গোটা হাতী কেন মনে করিল? হাতী—একটি অংশের নাম নহে। যদি তাহারা সকলে এইরূপ বলিত যে, "আমরা প্রত্যেকে এক একটি অংশ হাতড়াইয়া দেখিয়াছি। সেই অংশগুলি একত্রিত করিলে হাতী হইবে।" তবে কোন ঝগড়াই ছিল না।

ধর্মেরও আমরা এই দশাই ঘটাইয়াছি। এক এক অংশ এক এক দলে গ্রহণ করিয়া নিজদিগকে দ্বীনদার মনে করিতেছি। আবার এই অংশটির মধ্যে ধর্মকে এমন ভাবে সীমাবদ্ধ মনে করিতেছি যে, যেই অংশটিকে আমরা ধর্ম মনে করিতেছি, সেই অংশ যাহার মধ্যে না থাকে তাহাকে বে-দ্বীন মনে করিয়া থাকি এবং তাহাকে হেয় মনে করি।

আমি জিজ্ঞাসা করি, কয়েক ব্যক্তি যদি জামা পরিতে চায়, তবে কি এমন হইবে যে, কেহ জামার ঝুল পরিল, কেহ আস্তিনের মধ্যে হাত ঢুকাইল, কেহ গলার অংশ গলায় ঢুকাইয়া লইল। এইরূপভাবে ভাগ করিয়া লওয়ার পর প্রত্যেকের পক্ষে এরূপ কল্পনা করা কি ঠিক হইবে যে, আমি জামা পরিধান করিয়াছি? তাহাদের কেহই তো জামা পরিধান করে নাই। জামা তো ঝুল, আস্তিন এবং গলা প্রভৃতি অংশের সমষ্টিকে বলা হয়। যে ব্যক্তি সকল অংশ সম্বলিত জামা পরিয়াছে কেবল তাহাকেই জামা পরিধানকারী বলা যাইবে। এইরূপে দ্বীনদারও সেই ব্যক্তিই হইবে যাহার মধ্যে ধর্মের সমস্ত অংশ পূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকে। যে কোন একটি অংশ অবলম্বনকারীকে কখনও দ্বীনদার বলা যাইবে না।

॥ দ্বীনদারদের ত্রুটি ॥

অল্প বিস্তর গোটা দুনিয়া এই ভুলের মধ্যে রহিয়াছে। প্রথমতঃ ধর্মের এক একটি অংশকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে এবং সেই অংশও অপূর্ণ। যেমন, যাহারা রোযা-নামাযের পাবন্দ আছেন, কোন সময় ত্যাগ করেন না এবং নিজদিগকে দ্বীনদার বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের এই আ'মলগুলিও অসম্পূর্ণ, কোন কোন অংশ নাই। যেমন নামাযে খোদাভীতি ও নম্রতা নাই। দেখুন, কয়জন দ্বীনদার এমন আছে যাহাদের নামাযে খোদাভীতি এবং নম্রতা রহিয়াছে? এদিকে এত বে খবর যে, ওযূ এবং নামাযের যাহেরী আহ্কাম অনেকেই জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু ইহা কখনও জিজ্ঞাসা করে না যে, খুযূ এবং খুশূ কি বস্তু? তাহা কিরূপে লাভ করা যায়? যেহেতু ঐ সমুদয় নামাযের অংশ কি না সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই। কাজেই এই নিম্ন স্তরের অংশকেই বড় কামালিয়াত মনে করিয়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় ও প্রধান অংশকে উহার মোকাবিলায় হীন ও নগণ্য মনে করিয়া থাকে। ইহার কি ঔষধ

www.BANGLAKITAB.com

করা যাইতে পারে? এসম্বন্ধে কাহারও চিন্তা নাই। জনৈক আল্লাহ্‌ওয়ালা লোক এসম্বন্ধে অভিযোগ করিয়া বলেন:

ربا حلال شمارند وجام باده حرام + زهے شریعت وملت زهے طریقت وکیش

শুষ্ক দরবেশদিগকে কবি বলিতেছেন যে, তাহাদের মতে শরাব তো হারাম এবং রিয়ার ন্যায় নিকৃষ্টতম গুনাহ্‌র কাজ, যাহাকে প্রচ্ছন্ন শিরক্ বলা হইয়াছে, ইহা হালাল। এই জঘণ্য পাপে সর্বক্ষণ মগ্ন রহিয়াছে। আদৌ কোন পরোয়া করে না। জানাব! নিজের দরবেশী ও এবাদতের ধোকায় ভুলিবেন না। আমাদের অবস্থা তো এইরূপ যে, বাহিরে পরহেযগারী এবাদত আছে। মৌলবী ও আলেম আছি, পীর আছি। সবকিছুই আছে, কিন্তু ভিতরের খবর খোদাই অবগত আছেন। বাহিরে যে পরিমাণ গুণ আছে তদপেক্ষা অধিক দোষ ভিতরে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। অবস্থা সম্পূর্ণ এইরূপ:

ازبروں چوں گور کافر پر حلل + واندروں قہر خدائے عز وجل
ازبروں طعنہ زنی بر بایزید + وز درونت ننگ می دارد یزید

"বাহিরে কাফেরের ন্যায় সুসজ্জিত এবং ভিতরে মহান খোদা তা'আলার গযবে পরিপূর্ণ। বাহিরের বেশভূষায় হয়ত বায়েযীদ বস্তামীকেও হার মানাইতেছে এবং ভিতরের নিকৃষ্ট স্বভাব ইয়াযীদকেও লজ্জিত করিয়া দিতেছে।" আসল কথা এই যে, ধর্মের মধ্যে কাটছাট করিতেছ। কোন আ'মল করিতেছ, কোন আ'মল ত্যাগ করিতেছ। আর যে আ'মল করিতেছ তাহারও এক অংশ আছে অপর অংশ নাই। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরূপ দেখা যায় যে, অংশগুলির মধ্যে যে সকল অংশ আ'মলে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে তাহা অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক এবং যাহা আসল এবং প্রধান অংশ তাহাই নাই।

মোটকথা, প্রত্যেক আ'মলেরই একটি বাহ্যিক রূপ আর একটি কল্‌ব এবং প্রাণ আছে। শুধু বাহিরের রূপকেই গ্রহণ করা হয় এবং প্রাণ বস্তু হইল, কি না হইল, উহার আদৌ পরোয়া নাই। আবার ধর্মীয় আ'মলের কতটুকুই গ্রহণ করিয়াছে—তাহাও বে-পরোয়াইর সহিত লওয়া হইয়াছে। উহার কাইফিয়তের উন্নতির জন্যও চেষ্টা নাই। সংখ্যা বা পরিমাণের উন্নতির জন্যও চেষ্টা নাই। বস্—যতটুকু সহজে আয়ত্ত হইয়াছে তাহাই গ্রহণ করিয়াছে। উহার অতিরিক্ত কিছু করাকে ঝামেলা ও জঞ্জাল মনে করিয়া ত্যাগ করিয়াছে। কিংবা বলিতে পারেন যেটুকুর অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তাহাই গ্রহণ করিয়াছে। ধর্মের জন্য অভ্যাস পরিবর্তনের প্রয়োজন মনে করে নাই। আমি বলি, ইহার কারণ কি? কেহ কেহ শরাব পান করে কিন্তু জুয়া খেলে না। জুয়ার নাম শুনিলে কানে আঙ্গুল দেয় এবং জুয়ারিগণ হইতে দুরে সরিয়া থাকে। কোন সময় জুয়ার নাম উঠিলে বলে,

www.BANGLAKITAB.com

মুসলমানদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ জঘন্য কাজ হইতে রক্ষা করুন। এমনও অনেক আছে যাহারা শরাবও পান করে না জুয়াও খেলে না এবং ধার্মিক বলিয়া বিবেচিত হয়। আর নিজেও নিজের সম্বন্ধে ভাল ধারণা পোষণ করে। প্রকৃত পক্ষে তাহাদের সম্বন্ধে সমালোচনা করার ক্ষমতাও কোন ব্যক্তির নাই কিন্তু কেহ কেহ গুপ্ত পাপে লিপ্ত রহিয়াছে। উহার খবর তাহার সাথী এবং সজাতিরাও জানে না। এই কারণে তাহারা তাহাকে ভাল দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে।

যেমন, কুদৃষ্টি একটি গুনাহের কাজ। তাহা এত সহজে করা যায় যে, হাটিতে হাটিতে আড় চোখে সম্পন্ন করা যায়। কেহ সন্দেহও করিতে পারে না। সে জানে কিংবা খোদা জানেন। ইহা যাবতীয় গুনাহের মধ্যে নিকৃষ্টতম। কিন্তু সে তাহা ত্যাগ করে না। তাহার পবিত্রতার পশ্চাতে এই চোর বিদ্যমান। যদি সে খোদার ভয়ে শরাব এবং জুয়া ত্যাগ করিয়াছে, তবে পরের স্ত্রীর প্রতি আড় চোখে দৃষ্টি করা কেন ত্যাগ করে না? খোদার নিকট তো ইহাও গুনাহের কাজ। শরাবকে যেমন আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করিয়াছেন, তদ্রূপ এই আড় চোখের দৃষ্টিকেও তো তিনিই নিষেধ করিয়াছেন।

॥ সম্মান এবং পোশাক ও চাল-চলনের পরিপাটির খেয়াল ॥

আসল কারণ এই যে, যে সমস্ত গুনাহের অভ্যাস হয় নাই এবং যে সমস্ত পাপ কার্যে বংশজাত সম্মানে ও মর্যাদায় দাগ লাগে এই কারণে তাহা করে না। কিন্তু অপরের স্ত্রীর প্রতি চুপি চুপি তাকাইলে বংশের দুর্নাম হয় না। এই কাজটি বাপ-দাদাও করিয়া গিয়াছে, অপর কেহই জানিতে পারে নাই। সুতরাং ইহাতে বংশ-মর্যাদায় কোন ব্যতিক্রম হয় না। কাজেই ইহা হইতে আত্মরক্ষা করার জন্য তেমন চেষ্টা নাই। অতএব, বুঝা গেল যে, আসল উদ্দেশ্য মর্যাদাবোধ। যে পাপ মর্যাদার খেলাফ তাহা ত্যাগ করা হয়। নামে মাত্র উহার সঙ্গে আল্লাহ্র ভয় যোগ করা হয়। আর যে গুনাহের কাজ মর্যাদার খেলাফ নহে; সেখানে খোদা কিছুই নহে। কিংবা এমন অনেক শরীফ লোক আছেন যে, বাহিরের চাল-চলন তাহাদের খুবই পরিপাটিপূর্ণ। লম্পটতা ও ভ্রষ্টামীর কাছেও ঘেষে না। জীবনে কখনও যেনা করে নাই, কিন্তু দ্বিধাহীন ভাবে গীবত বা পরনিন্দায় লিপ্ত আছে অথচ ইহা যেনা হইতেও নিকৃষ্ট। উহা সম্বন্ধে স্পষ্টভাষায় হাদীসে উল্লেখ আছে যে, اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا। "পরনিন্দা যেনা হইতেও নিকৃষ্টতম।"

অতঃপর কারণ শুধু ইহাই যে, পরনিন্দায় মানুষ দুর্নামগ্রস্ত হয় না। সারা জীবন পরনিন্দা করিতে থাকুক কিন্তু বুযুর্গের বুযুর্গী থাকিবে। আর যেনা দ্বারা দুর্নাম হয়। এসমস্ত কাজে লিপ্ত হওয়া বংশগত চাল-চলনের খেলাফ। মোটকথা, লোকে বংশগত মর্যাদা এবং চাল-চলনেরই অধিক খেয়াল রাখে, তাহাই লোকের আসল

www.BANGLAKITAB.com

লক্ষ্যস্থল। বংশের মর্যাদা এবং চাল-চলন ঠিক থাকিলে আর কিছুই চাই না। (ইহার অর্থ এরূপ বুঝিও না যে, বংশগত চাল-চলন এবং মর্যাদা কোন বস্তুই নহে। বৃথাই বংশের মর্যাদা বিগড়াইয়া দাও। বংশের চাল-চলন ঠিক রাখাও উদ্দেশ্যমূলক বিষয় বটে। মানুষ যদি শুধু বংশের মর্যাদা এবং চাল-চলনের খেয়ালেই যেনার মত জঘন্য পাপ কার্য হইতে বিরত থাকিতে পারে, তবে মন্দ কি? বিরত তো রহিল! সারকথা এই যে, বংশ-মর্যাদাকে মূল লক্ষ্যস্থল করিও না। উহার সহিত শরীয়তের প্রতিও লক্ষ্য রাখিও। অর্থাৎ, বংশ-মর্যাদার খেয়াল যত গুরুত্বের সহিত রাখিতেছ শরীয়তের খেয়ালও তদ্রূপ গুরুত্বের সহিতই রাখিও। বংশ-মর্যাদার খেয়ালে যেমন কোন কোন গুনাহ্‌র কাজ হইতে বিরত থাকিতেছ, তদ্রূপ শরীয়ত এবং খোদার ভয়ের খেয়ালে যাবতীয় গুনাহের কাজ হইতে বিরত থাক।

মোটকথা, আমাদের ব্যবহারে বুঝা যায় যে, আমরা খোদার ভয়ে গুনাহের কাজ ত্যাগ করিতেছি না। যে সমস্ত গুনাহ্‌র কাজ হইতে বিরত রহিয়াছি তাহাতে অন্য কোন কারণ আছে। অন্যথায় গুনাহের কাজ সবগুলিই সমান। একটি ত্যাগ করা আর সবগুলিকে করিতে থাকার কি অর্থ হইতে পারে? সেই অন্য কারণটি এই বংশমর্যাদা, বংশগত অভ্যাসই এবং ধর্মের প্রতি বেপরোয়াই বটে।

॥ ধর্ম-কর্মে অল্পেতে তৃপ্তি কেন ॥

যদি ধর্মের পরোয়া থাকিত, তবে প্রথমতঃ গুনাহ্‌র কাজ করিতই না এবং মনুষ্যত্বের চাহিদা অনুযায়ী গুনাহ্‌র কাজ হইয়া পড়িলেও উহার ক্ষতিপূরণ বা সংশোধন করিয়া লইত। কিন্তু উহার কোন পরোয়াই নাই। ইহাতেই তৃপ্ত। অভ্যাস যেমন হইয়া গিয়াছে তেমনই চলিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, দুনিয়ার কোন কাজেই অল্পে তৃপ্তি হয় না। এমনকি কাপড়েও না। আবশ্যক পরিমাণ কাপড় রহিয়াছে, কিন্তু গত বৎসরের বানান। এখন আফ্‌সুসের সহিত বলে, "এ বৎসর হাতে টাকা-পয়সার এত অভাব যে, একটি ওয়াচকোট এবং আচ্‌কান বানাইতে পারিলাম না।" ঘর-বাড়ীর ব্যাপারেও অল্পে তৃপ্তি নাই। এতটুকুও তো নাই যে, প্রতি বৎসরই দালানে চুনের পোঁচরা দেওয়া হয়, এবার না হয় নাই হইল। চুনের পোঁচরায় এমন কি আছে। সমস্ত নিশ্চিন্ততা কেবল ধর্মীয় ব্যাপারে এবং অল্পে তৃপ্ত হওয়ার কোন ক্ষেত্র থাকে তো তাহা ধর্মে-কর্মে। ইহাতে কোন প্রকার উন্নতি লাভের চিন্তাও নাই। উহার ক্ষতিতেও কোন পরোয়া নাই। অথচ দুনিয়ার ব্যাপারে একটি পয়সা ক্ষতি হইলে মনে কষ্ট হয় আর ধর্মে-কর্মে রাশি রাশি বিনাশ হইলেও—বস্তুতঃ হইয়াও থাকে—তাহাতে কোন আক্ষেপ নাই। উহার কোন খবরও থাকে না। ধর্ম যেন অবস্থার ভাষায় বলিতেছে:

قلق از سوزش پروانه داری × ولے از سوز ما پروانه داری

www.BANGLAKITAB.com

"পতঙ্গ আগুনে পুড়িয়া মরিতেছে, উহার জন্য অস্থির হইয়া পড়িতেছ। কিন্তু আমাদের পুড়িয়া মরার কোন পরোয়াই রাখ না।"

ধর্ম কি এতই অপদার্থ যে, উহার কোন পরোয়াই করা হইবে না। আপনি জানেন কি? ধর্ম কেমন বস্তু? আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক স্থাপনের নাম দ্বীন বা ধর্ম। কাহারও কি এমন সাহস আছে যে, বিনা দ্বিধায় মুক্ত মনে বলিতে পারে, আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক, স্থায়ী রাখার বস্তু নহে। ফলকথা, আমরা ধর্মে কেমন অবস্থায় আছি সে সম্বন্ধে আমাদের কোনই পরোয়া নাই। ইহাই সেই অভিযোগ যাহার উদ্দেশ্যে এই সভার আয়োজন করা হইয়াছে এবং যাহা দুর করা একান্ত জরুরী। উহার উপর ধর্ম-কর্মের সর্বশেষ পর্যায় সম্বন্ধে অবগতি লাভ করা যেখান পর্যন্ত পৌঁছা ব্যতীত ধর্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে না তাহা জানিতে পারিলে মানুষ উহার পূর্বে ক্ষান্ত হইবে না।

॥ ধর্মের পূর্ণতা সাধনের উপায় ॥

বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি দিল্লীর যাত্রী, সে দিল্লী না পৌঁছা পর্যন্ত তাহাকে অবিরাম চলিতেই হয়। অবশ্য তাহাকে দিল্লীর নিদর্শনসমূহ বলিয়া দেওয়া উচিত যেন সে উক্ত চিহ্ন দৃষ্টিগোচর না হওয়া পর্যন্ত চলা বন্ধ না করে। অন্যথায় সে মধ্য পথেই থাকিয়া যাইবে। যে স্থানকেই সে দিল্লী মনে করিবে সেখানেই সে গতি বন্ধ করিয়া দিবে। এই কারণে দ্বীনের (ধর্মের) শেষ পর্যায় বলিয়া দেওয়া একান্ত জরুরী।

কেহ কেহ এই ধোকায় পতিত হয় যে, সাধনা (মুজাহাদা) করিতে করিতে যখন কোন স্বভাব পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল কিংবা কোন নীচ স্বভাবের সংশোধন হইয়া গেলে যদি তাহাকে সাধ্যসাধনা কমাইয়া দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন সে মনে করে যে, আমি কামেল হইয়া গিয়াছি। ফলে সে ধর্ম-কর্মে গুরুত্ব কমাইয়া দেয়। তাহার বুঝা উচিত, আ'মলের সমষ্টির নাম ধর্ম, মুজাহাদার নাম ধর্ম নহে। হাঁ, তবে বিভিন্ন প্রকারের মুজাহাদা ও পরিশ্রম আ'মলসমূহের পূর্ববর্তী কর্তব্য। অতএব, মুজাহাদা ও পরিশ্রমের তো শেষ সীমা হইতে পারে, কিন্তু আ'মলের কোন শেষ সীমা হইতে পারে না। অতএব, ধর্ম-কর্মের গুরুত্ব কোন সময়েই লোপ হওয়া উচিত নহে।

ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই দৃষ্টান্তটি হইতে পাওয়া যাইবে যে, বাড়ী যখন প্রস্তুত করা হয়, উহা পূর্ণরূপে তৈরী না হওয়া পর্যন্ত উহার প্রতি কেমন মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, পূর্ণ বা সমাপ্ত হওয়ার পরে আর উহার প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত নহে। অন্যথায় উহার অর্থ এই হইবে যে, ঘর নির্মাণ করিয়া উহাকে খালি ও অব্যবহৃত ফেলিয়া রাখা। এমনকি উহার মধ্যে কেহ বসবাস না করা এবং মনে করা যে, উদ্দেশ্য ছিল এমারত নির্মাণ করা, উহা

www.BANGLAKITAB.com

সমাপ্ত হইয়াছে। অতএব, উদ্দেশ্যও সফল হইয়াছে। এখন ঘরের কাজ আর কি বাকী রহিয়াছে, না; বরং সদাসর্বদা উহার প্রতি মনোযোগ রাখিতে হইবে। তবে উভয় সময়ের মনোযোগের মধ্যে পার্থক্য থাকিবে। প্রথমে মনোযোগ ছিল উহা পূর্ণ ও সমাপ্ত করার প্রতি, আর এখন মনোযোগ হইবে উহাকে স্থায়ী রাখার এবং উহা হইতে উদ্দেশ্য হাছিল করার প্রতি। বাড়ী নির্মাণের পর মানুষের ইচ্ছা হয় উহাতে বসবাস করিতে, উহার আবহাওয়া উপভোগ করিতে এবং উহা নির্মাণের যে উদ্দেশ্য ছিল তাহা হাছিল করিতে। চিন্তা করিয়া দেখুন, ইহাই প্রকৃত মনোযোগ। নির্মাণ-কালীন মনোযোগ ছিল শুধু মাত্র ইহার সূচনা।

এইরূপেই এক কালে ধর্মের প্রতি মনোযোগ ছিল পূর্ণতা সাধনের উদ্দেশ্যে। পূর্ণ হওয়ার পর এখন মনোযোগ দেওয়া উচিত উহার স্বাদ উপভোগের দিকে। সেই মনোযোগ ছিল "মুজাহাদাহ্" অর্থাৎ, চেষ্টা ও পরিশ্রম, আর পূর্ণ হওয়ার পরবর্তী মনোযোগ হইবে, "মুশাহাদাহ্" অর্থাৎ, 'আন্‌ওয়ার' এবং 'ফুয়ুয' অবলোকন করা। সাধনা ও পরিশ্রমের দ্বারা কেবল ধর্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ধার্মিক বা দ্বীনদার হওয়ার সময় এখন আসিয়াছে, তবে কি ইহার অর্থ এই হইবে যে, ধর্মের পূর্ণতা সাধিত হইলেই ধর্মকে ছাড়িয়া দিতে হইবে?

দেখুন, কেহ কাপড় বানায় এবং উহার শেষ পর্যায়ের অবস্থা সে অবগত আছে। তবে কি ইহার অর্থ এই যে, সেই শেষ পর্যায়ে পৌঁছিয়া কাপড় ছাড়িয়া উলঙ্গ হইয়া যাওয়া উচিত? কিংবা উহার অর্থ এই যে, কাপড়ের দ্বারা নিজের উদ্দেশ্য সফল করা। আমরা তো এমন কাহাকেও দেখি নাই যে, কাপড় প্রস্তুত হইয়া যাওয়ার পর ইহাকে শেষ পর্যায় মনে করিয়া উহাকে ভাঁজ করিয়া উঠাইয়া রাখিয়া দেয়, পরিধান করে না। বোকার চেয়ে বোকা ব্যক্তি একথা জানে যে, সিলাই তো শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন আসল উদ্দেশ্য মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। যত দিন কাপড়ের অস্তিত্ব আছে ইহার শেষ কোথাও নাই। আর ধর্মের মধ্যে এমন বুদ্ধিমান অনেক আছে যাহারা ধর্মের শেষ পর্যায়ে পৌঁছিয়া উহাকে একেবারে ত্যাগ করিয়া বসে এবং মনে করে যে, আমরা 'ফানা' হইয়া গিয়াছি। এখন আমাদের আ'মল করার প্রয়োজন নাই।

॥ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুল ॥

এরূপ খেয়ালের লোকও বিদ্যমান আছে যে, ধর্মের কোন এক পর্যায়ে পৌঁছিয়া নিজেকে আযাদ মনে করিতে আরম্ভ করে এবং শাহ্ সাহেব সাজিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। নামাযও পড়ে না রোযাও থাকে না। এদিকে ভক্তবৃন্দ বলে, ফকিরের ব্যাপার ফকিরই বুঝে। তিনি শাহ্ সাহেব তো হইয়া গিয়াছেন, এখন তাঁহার পরিশ্রমের কি

www.BANGLAKITAB.com

প্রয়োজন ? কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় শাহ্ সাহেব পরিধেয় কাপড় নির্মাণের শেষ পর্যায়ে পৌঁছাইয়া উহা পরিধান করা ত্যাগ করেন নাই।

আমাদের ওখানের একটি ঘটনা। এক ব্যক্তি বাড়ী নির্মাণ করিতে চাহিল, কিন্তু হাতে টাকা ছিল না। অতএব, জনৈক মহাজন হইতে টাকা কর্জ লইয়া বাড়ী নির্মাণ করিল। কিছু দিন পরে মহাজন আসিয়া তাগাদা শুরু করিল। কিছুদিন দেই দিচ্ছি করিয়া কাটাইয়া দিল, যখন তাগাদা পুরা মাত্রায় শুরু হইল, তখন সে কি করিল: রাগান্বিত হইয়া বাড়ীর গাথুনী খুলিল এবং বলিল, আমি ঋণের টাকায় নির্মিত বাড়ীই রাখিব না যে, দিন দিন তাগাদা চলিতে থাকিবে। তাহার মতে তো সে ঋণের মূলই উৎপাটন করিয়া ফেলিল, কেননা, বাড়ীর কারণেই তো তাগাদা চলিতেছিল সেই বাড়ীই রাখিলাম না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাগাদা ফুরাইল কি ? মোটেই না। তাগাদা ঠিক রহিল, মাঝখান হইতে সে বাড়ীটি হারাইল। এইরূপে শাহ্ সাহেবও ধারণা করিয়া বসিয়াছেন যে, শেষ পর্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছেন। যেন ধর্মের ঘর পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। এখন উহাতে বাস করার এবং উহার স্বাদ উপভোগ করার সময় হইয়াছে, কিন্তু তিনি সেই ঘর ধ্বংস করিয়া দিলেন অর্থাৎ, নামায রোযা ছাড়িয়া দিলেন। অংশের স্থায়িত্বের দ্বারাই প্রত্যেক বস্তু স্থায়ী হইয়া থাকে। ধর্মের অংশ রোযা নামাযই যখন রহিল না, তখন ধর্মের অস্তিত্ব কোথায় থাকিবে ? ইহা তো ঠিক ঘর ধ্বংস করার মতই হইল, এই দৃষ্টান্তের সহিত উহার কি পার্থক্য দেখিয়া লউন। ধর্মের জন্য মুজাহাদা ও পরিশ্রম শেষ হওয়ার পর ধর্মীয় আ'মল ছাড়িয়া দেওয়া আর তৈরী ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলা একই কথা। উচিত ছিল—এই মনে করিয়া আল্লাহ্র শোক্র করা—মেহ্নত শেষ হইয়াছে, ধর্ম পূর্ণ হইয়াছে, এখন উহার স্বাদ উপভোগ করার সময় আসিয়াছে।

॥ মুজাহাদার স্বাদ ॥

মুজাহাদার ও পরিশ্রমের সময়টুকু স্বাদ উপভোগের সময় নহে; বরং তাহা পরিশ্রমের সময়। পরিশ্রমেও অবশ্য এক প্রকারের স্বাদ আছে। সেই স্বাদ দিল্লীর হালীমের মজার মত। উহাতে ঝাল এত অধিক থাকে যে, খানেওয়ালা খাইতে থাকে আর একদিক হইতে অবিরত ধারায় নাকের ও চোখের পানি প্রবাহিত হইতে থাকে। এই পানি প্রবাহিত হওয়া অপছন্দনীয় এবং কষ্টদায়ক অবশ্যই। কিন্তু হালীম এত সুস্বাদু যে, এই কষ্টের কারণে উহাকে ত্যাগ করা যায় না। কিংবা মনে করুন, খুজলির স্বাদ, চুলকাইতে চুলকাইতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়। কিন্তু এমন স্বাদ পাওয়া যায় যে, ত্যাগ করা যায় না।

www.BANGLAKITAB.com

কোন কোন কষ্টের মধ্যে মজাও আছে, এইরূপে ধর্মীয় কাজের কষ্টেও দুনিয়ার চেয়ে অধিক মজা রহিয়াছে। এই কারণেই ধর্মের জন্য পরিশ্রমকারিগণ আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়া থাকেন এবং মজা হইতে মাহ্‌রূম থাকেন কিন্তু পরিশ্রম ত্যাগ করেন না, কিন্তু তবুও পরিশ্রমই মুজাহাদাহ্‌। সূচনায়ই যখন এই মজা তখন ভাবিয়া দেখুন, আসল বস্তুতে কি মজা হইবে। আমি বর্ণনা করিব যে, আসল বস্তু কি ? এবং উহা কোন মুশ্‌কিল বিষয়ও নহে। অনেক লোকে এইরূপ বুঝিয়া বসিয়াছে যে, এখন এই যমানায় সেই বস্তু হাছিল হইতে পারে না। ইহা ভুল, নবুওতের তো এমন এক দরজা যাহা শেষ হইয়া গিয়াছে কিন্তু বেলায়েতের দরজা শেষ হয় নাই। কবি বলেন :

هنوز آں ابر رحمت درفشاں ست + خم وخم خانه با مهر ونشاں ست

"এখনও সেই রহমতের মেঘ মুক্তা ছড়াইতেছে। শরাবের হাড়ি, শরাবখানা উহার অনুগ্রহ চিহ্নসহ বিদ্যমান।" অর্থাৎ বেলায়েত বন্ধ হয় নাই ; এখনও হাছিল হইতে পারে। একথা আমি নিজের তরফ হইতে বলিতেছি না ; বরং কোরআন শরীফে পরিষ্কার বর্ণিত আছে : اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ইহা আওলিয়া কেরামের জন্য খোশ-খবর। একটু পারে বলিতেছেন : اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ইহাতে বলা হইয়াছে আউলিয়া কাহারা ? যাহারা ঈমান আনয়ন করিয়াছে এবং পরহেযগারী অবলম্বন করিয়াছে। বলা বাহুল্য, ঈমান এবং তাক্‌ওয়া উভয় কার্যই ইচ্ছাধীন। ইহার উপর বেলায়েতের ভিত্তি স্থাপিত। অতএব, বেলায়েতও ইচ্ছাধীন কার্যই হইল। তবে ইহা শেষ হইয়া যাওয়ার অর্থ কি ? এখনও সবকিছু হাছিল হইতে পারে এবং সহজেই হইতে পারে। দূর হইতেই এই বস্তু কঠিন বলিয়া মনে হয়। অন্যথায় ধর্ম এমন আনন্দদায়ক যে, দুনিয়ার অন্য কোন কিছুই এমন আনন্দদায়ক হইতে পারে না। চিন্তা করিয়া দেখুন, যে বস্তুর জন্য চেষ্টা করাতে এত স্বাদ যে, মানুষ চেষ্টায় মগ্ন হইয়া তাহা ছাড়িতে পারে না। অতএব, স্বয়ং সেই বস্তুর মধ্যে কেমন স্বাদ হইতে পারে যাহার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে।

মোটকথা, ধর্মের জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম যখন শেষ হইবে, তখন বুঝিবেন যে, ধর্মের স্বাদ গ্রহণের সময় এখন আসিয়াছে। যে নামায হইতে লোকে পলাইয়া বেড়ায় এবং বোঝা স্বরূপ মনে করে, উহা এত মজাদার হয় যে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে না, এইরূপে রোযাও এত মজাদার হয় যে, তাহা একমাত্র উপভোগকারী ছাড়া আর কেহ জানিতে পারে না।

॥ দ্বীনের বরকত ॥

ফলকথা, দ্বীন এমন বস্তু, যাহার বদৌলতে প্রত্যেকটির মধ্যেই স্বাদ পাওয়া যায়। বিপদ-আপদ, রোগ-শোক, এমনকি কসম করিয়া বলিতেছি হত্যার মধ্যেও

www.BANGLAKITAB.com

কোন প্রকারের অশান্তি বা অস্থিরতা আসে না। ইহার অর্থ এই নহে যে, ধার্মিক লোকের উপর কোন মুছিবত আসে না। তাঁহাদের উপরও সকল রকমের বিপদ আসিয়া থাকে। কিন্তু উহার সবকিছুই বিপদের বাহিরের রূপ, প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের জন্য উহাতে আরাম এবং শান্তিই নিহিত থাকে। কেননা, তাঁহাদের বিশ্বাস এই; বরং তাঁহাদের স্বভাবগত অবস্থার মধ্যে একথা ঢুকিয়া যায় যে তাঁহাদের সবকিছুকেই মাহ্‌বুবে হাকীকীর তরফ হইতে মনে করে। বস্তুতঃ মাহ্‌বুবের কোন বিষয়ই হাবীবের নিকট অপছন্দনীয় হয় না। মুছিবতের সময় তাঁহারা বলেন:

نا خوش تو خوش بود بر جان من + دل فدائے یار دل رنجان من

"তোমার দেওয়া কষ্টও আমার প্রাণে আনন্দবর্ষণ করে। কেননা, প্রাণে ব্যথা প্রদানকারী বন্ধুর জন্য আমার মন-প্রাণ উৎসর্গীত।" এবং মাহবুবকে সম্বোধন করিয়া বলে:

زندہ کنی عطائے تو ور بکشی فدائے تو + دل شدہ مبتلائے تو ہرچہ کنی رضائے تو

"জীবিত রাখ তোমার মেহেরবানী, মারিয়া ফেল, (আপত্তি নাই) প্রাণ তো তোমার জন্য উৎসর্গিতই রহিয়াছে। মন তোমাতে মগ্ন, যাহাকিছু কর, তোমার খুশী।" অতএব, কোন প্রকারের কষ্ট এবং মুছিবতের তাঁহারা কোন পরোয়াই করেন না। সকল ব্যাপারেই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন। কেননা, শান্তিকেও তাঁহারা আল্লাহ্‌র দান মনে করেন এবং মুছিবতকেও তাঁহারা আল্লাহ্‌র দেওয়া মনে করেন। অতএব, উভয়ই তাঁহাদের নিকট সমান। কাজেই সুখের সময় তাঁহাদের মনের যে অবস্থা হইবে দুঃখেও সেই অবস্থাই হইবে।

একজন আল্লাহ্‌ওয়ালা লোক পীড়াগ্রস্ত হইলে তাঁহার অসহনীয় কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি, সেই অবস্থায়ও তিনি বেশ আনন্দিত ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি অবস্থা? তিনি খুব হাসিলেন। রোগের কষ্টে তাঁহার অবস্থা এইরূপ ছিল যে, যেমন কাহারও প্রিয়জন তাহাকে চিম্‌টি কাটিতেছে, চিম্‌টি কাটার কষ্ট তাঁহার শরীর অবশ্যই অনুভব করিতেছে; কিন্তু মন আনন্দে নাচিতেছে এবং কলিজা খুশীতে ফুলিয়া উঠিতেছে। এমন সময় প্রিয়জন যদি তাহাকে বলে, আমি পৃথক হইয়া যাইতেছি। আর তোমাকে কষ্ট দিব না। তবে সে ব্যক্তি কবুল করিবে না এবং তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিবে:

سر ہوقت ذبح اپنا اس کے زیر پائے ہے + کیا نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے

"যবাহ করিবার সময় আমার মাথা প্রিয়জনের পায়ের নীচে রহিয়াছে, "আল্লাহু আকবার" কি সৌভাগ্য লুটাইয়া পড়ার স্থান!"